তাজবীদ শিক্ষা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাজবীদ শিক্ষা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাজবীদ শিক্ষা

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৭৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।

علم التجويد

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (السابق) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية
الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হি./মাঘ ১৪২৪ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Tajveed Shikkha by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport Road, Rajshahi, Bangladesh. Ph. 88-0247-860861, 88-01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
১. সূরা ফাতিহা	৬
২. কুরআন পাঠের আদব	৭
৩. মজলিস ভঙ্গের দো‘আ	৮
৪. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব	৯
৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত	৯
৬. কুরআন পাঠকারীর ফযীলত ও হাফেযের উচ্চ মর্যাদা	১০
৭. কুরআন বুঝে পড়া	১১
৮. মুখলেছ ও কপট পাঠকের পার্থক্য	১১
৯. আমল কবুলের শর্ত	১১

তাজবীদ শিক্ষা

সবক-১ : তাজবীদ শিক্ষা	১২
তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য; উদ্দেশ্য; গুরুত্ব	১২
প্রশ্নমালা- ১	১২
সবক-২ : লাহ্ন ; লাহ্নের প্রকারভেদ	১৩
প্রশ্নমালা-২	১৪
সবক-৩ : আরবী বর্ণমালার প্রকারভেদ	১৫
প্রশ্নমালা-৩	১৮
সবক-৪ : মাখরাজ সমূহের পরিচয়	১৯
(ক) মাখরাজের ভিন্নতায় অর্থের পরিবর্তন	২৩
(খ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাখরাজ ও ছিফাতের মাশ্ক্ব	২৩
(গ) সমুচ্চারিত ও পরিবর্তিত অর্থবোধক হরফ সমূহ	২৪
(ঘ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাশ্ক্ব	২৪
প্রশ্নমালা-৪	২৬
সবক-৫ : দন্ত পরিচিতি	২৭
প্রশ্নমালা-৫	২৮
সবক-৬ : ছিফাত সমূহের পরিচয়	২৮

Contents

প্রশ্নমালা-৬	৩২
সবক-৭ : ক্বিরাআতের নিয়ম সমূহ	৩৩
(১) ক্বিরাআতের স্তর সমূহ (২) ক্বিরাআতে বাড়াবাড়ি নয় (৩) ক্বিরাআত ও অনুধাবন (৪) ক্বিরাআতের আদব সমূহ (৫) টেনে পড়ার আদব (৬) মাখরাজসমূহ উচ্চারণের আদব	৩৩-৩৬
প্রশ্নমালা-৭	৩৬
সবক-৮ : ওয়াক্বফ	৩৭
(১) ওয়াক্বফের গুরুত্ব (২) ওয়াক্বফের প্রকারভেদ (৩) ওয়াক্বফের পদ্ধতি সমূহ (৪) সাকতা (৫) ওয়াক্বফের বিস্তারিত নিয়মসমূহ (৬) ওয়াক্বফের চিহ্ন সমূহ (৭) সূরা বাক্বারাহ্র প্রথম ৮টি আয়াতে ওয়াক্বফের ১২টি চিহ্ন	৩৭-৪৩
প্রশ্নমালা-৮	৪৩
সবক-৯ : আলিফ পাঠের নিয়ম সমূহ	৪৪
প্রশ্নমালা-৯	৪৫
সবক-১০ : (ক) হা কেনায়াহ; (খ) হা সাক্ত	৪৬
প্রশ্নমালা-১০	৪৭
সবক-১১ : বিবিধ (১) নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সমূহ (ক) আলিফ যায়েদাহ (খ) নিয়ম বহির্ভূত লিখন পদ্ধতির শব্দসমূহ (গ) হরফের বদলে হরকত দিয়ে লেখা (ঘ) ছ-দ এর স্থলে সীন (২) হুরূফে মুক্বাত্ত্বা‘আত (৩) সাতটি আলিফ (৪) যমীরে ‘আনা’ (أَنَا) পড়ার নিয়ম (৫) আরবী হরফে সংখ্যা গণনা (৬) সিজদার আয়াত সমূহ।	৪৭-৫২
প্রশ্নমালা-১১	৫২
সবক-১২ : কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব ও জ্ঞাতব্য	৫৩
প্রশ্নমালা-১২	৫৩
আমপারা অংশ ; (১) সূরা হুমাযাহ; প্রশ্নমালা-১২। (২) সূরা ফীল; প্রশ্নমালা-১৩। (৩) সূরা কুরায়েশ; প্রশ্নমালা-১৪। (৪) সূরা মা-‘ঊন; প্রশ্নমালা-১৫। (৫) সূরা কাওছার; প্রশ্নমালা-১৬। (৬) সূরা নছর; প্রশ্নমালা-১৭। (৭) সূরা লাহাব; প্রশ্নমালা-১৮।	৫৪-৫৭
দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ	৫৮
ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ	৫৯
তওবার দো‘আ	৫৯
উপদেশমালা	৬০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

‘আরবী ক্বায়েদা’ নতুন সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশ করার পর **‘তাজবীদ শিক্ষা’** প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। *আলহামদুলিল্লাহ্*। আরবী পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মা। আরবী মানবজাতির আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার ভাষা। আরবী জান্নাতের ভাষা, পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ভাষা। আরবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ *ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর মাতৃভাষা। আরবী না জানলে কুরআন-হাদীছ জানা যায় না। ফলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। অতএব আরবী হরফ সমূহ জানা ও ব্যবহারের ক্বায়েদা বা নিয়ম-পদ্ধতি জানার সাথে সাথে তার ধ্বনিতত্ত্ব তথা লাহন ও ছিফাতসহ সঠিক ও সুন্দরভাবে উচ্চারণ পদ্ধতি জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নইলে ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ হয় এবং তাতে কঠিন গুনাহের আশংকা থাকে। সে কারণ **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’** বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আশা করি অত্র ‘তাজবীদ শিক্ষা’ বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য শিক্ষকমণ্ডলী ও সুধী পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝতে পারবেন।

বইটি ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর অধীন মক্তব ও মাদরাসা সমূহের ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

১. শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন ও নখ-চুল-দাঁতসহ পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করবেন। অতঃপর নিম্নের বিষয়গুলি মুখস্থ পড়াবেন ও শিখাবেন।-

সূরা ফাতিহা

[সূরা ফাতিহাকে ‘উম্মুল কুরআন’ অর্থাৎ ‘কুরআনের সারবস্তু’ বলা হয়। এটির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ‘ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না’।[১] তিনি বলেন, এটি ব্যতীত ছালাত হ’ল ‘খিদাজ’ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ’...।[২]

আমি বিতাড়িত শয়তান হ’তে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩]	اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ আ‘উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।[৪]	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল ‘আ-লামীন
(২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ আররহমা-নির রহীম

---

১. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ ‘উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে।

২. مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ আবুদাঊদ হা/৮২১; মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩ ‘ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-১২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ঐ ছালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না’। জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে এটি কিভাবে পড়ব, এমন প্রশ্নের উত্তরে রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রশ্নকারী আবুস সায়েব-এর হাত টেনে ধরে বলেন, اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ হে ফারেসী! তুমি ওটা মনে মনে পড়বে’ (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৯০; দারাকুৎনী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১২১২, সনদ ছহীহ।

৩. সূরা নাহল ৯৮ আয়াত।

৪. সূরা নমল ৩০ আয়াত।

(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন
(৪) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ ইইয়া-কা না‘বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা‘ঈন
(৫) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম
(৬) এমন লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ ছির-ত্বল্লাযীনা আন‘আম্তা ‘আলাইহিম
(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন! তুমি কবুল কর!)	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ গয়রিল মাগযূবি ‘আলাইহিম ওয়া লায্য-ল্লীন

অতঃপর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত দো‘আগুলি পড়বে।-

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ اللّٰهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ الْقُدُسِ- رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ-

‘রব্বি যিদ্নী ইল্মা’। ‘রব্বিশ্রহ্লী ছদ্রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্রী, ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বওলী’। আল্ল-হুম্মা আইয়িদ্নী বেরূহিল কুদুস। রব্বি ইয়াসসির অলা তু‘আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়ের’।

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর!’ (ত্বোয়াহা ১১৪)। ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও’ ও ‘আমার কাজ সহজ করে দাও’ এবং ‘আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও’। ‘যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’ (ত্বোয়াহা ২৫-২৮)। ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি কর’।[৫] ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও’।

২. কুরআন পাঠের আদব :

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের ছহীহ তরীকায় ওযূ শিখাবেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আ‘ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম ও বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম বলবে। মাঝে

৫. বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।

থামলে পুনরায় বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম বলে শুরু করবে। তেলাওয়াতের প্রথমে শিক্ষার্থীরা মনে করবে যে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়তে যাচ্ছি। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা। যার দেওয়া মেধা ও শক্তির কারণে আমি লেখাপড়া শিখতে পারছি। তিনি আমার সবকিছু শুনছেন ও দেখছেন। তিনি আমার মনের খবর রাখেন। তাই পবিত্র কুরআন হাতে নেওয়ার সময় আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আদবগুলি মেনে চলবে।-

(১) বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করবে না' (ইরওয়া হা/১২২)। (২) কিতাব সর্বদা সসম্মানে বুকের উপরে করে আনবে এবং রিহাল বা অনুরূপ উঁচু কোন পবিত্র বস্তুর উপরে রেখে পড়বে (আবুদাঊদ হা/৪৪৪৯)। কিতাব মেঝেতে বা বিছানায় পা বরাবর রাখবে না।[৬] (৩) গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে।[৭] (৪) কিতাব খোলা রেখে গল্প করবে না বা উঠে যাবেনা। কিতাব বন্ধ করতে হ'লে পড়ার স্থানে অন্য একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন দিবে। কখনোই কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়াবে না বা অহেতুক দাগ দিবে না (৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও লম্বা-ঢিলা পোষাকে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী ও মাথায় টুপী দিয়ে এবং মেয়েরা মাথায় ওড়না সহ সারা দেহ ঢিলা পোষাকে নিম্নমুখী হয়ে পৃথক স্থানে পর্দার মধ্যে বসে একমনে কিতাব পড়বে (৬) দরায গলায় স্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠে থেমে থেমে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করবে (মুযযাম্মিল ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি হরফ যথার্থরূপে স্পষ্টভাবে পড়তেন।[৮] তিনি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন'।[৯] তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুন্দর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে'।[১০] (৬) নিজস্ব সুরে তেলাওয়াত করবে। কোনরূপ ভান করবে না বা কৃত্রিম সুরলহরী সৃষ্টি করবে না। কেননা এর মধ্যে রিয়া ও শ্রুতি প্রকাশ পায়। যা সকল নেকীকে বরবাদ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সরবে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে ছাদাক্বা দানকারীর ন্যায়। আর নীরবে পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়'।[১১] (৭) তেলাওয়াতের ন্যায় লেখাতেও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও সরলতা থাকবে। যাতে সহজে তা পাঠ করা যায়। কুরআন দিয়ে ক্যালিগ্রাফী বা চারুলিপি করা উক্ত সরলতার বিরোধী। তাছাড়া অনেক সময় এগুলি সম্মান হানিকর হয়। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৩. মজলিস ভঙ্গের দো'আ :

পড়া শেষে বিদায়ের সময় মজলিস ভঙ্গের নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-

৬. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৩৩১, সনদ ছহীহ।

৭. বুখারী হা/৭৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৬৭; মিশকাত হা/২১৯০।

৮. বুখারী হা/৫০৪৬; মিশকাত হা/২১৯১ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।

৯. তিরমিযী হা/২৯২৭; মিশকাত হা/২২০৫; ইরওয়া হা/৩৪৩।

১০. দারেমী হা/৩৫০১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০৮, ২১৯৯।

১১. আবুদাঊদ হা/১৩৩৩ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২০২।

‘সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক’। অর্থ : ‘মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)’।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মজলিস ভঙ্গের পূর্বে এই দো‘আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন তার ভাল কথাগুলি তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত থাকবে এবং অযথা বাক্যসমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং এই দো‘আ উক্ত গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে’।[১৩] শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দো‘আটি নিজেরা পাঠ করবেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক উচ্চারণের সাথে পাঠ করাবেন।

৪. ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব :

ইসলামী শিক্ষা একজন মানুষকে আল্লাহ্র অনুগত সুন্দর মানুষে পরিণত করে।[১৪] আর ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হ’ল কুরআন ও হাদীছ *(জুম‘আ ৬২/২)*। যা আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।[১৫] মানুষ প্রথমে পড়তে শিখে। পরে লিখতে শিখে। অতএব মানুষকে এমন বিষয় পড়তে হবে, যা তাকে তার নিজের সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। সেকারণ নুযূলে কুরআনের শুরুতে আল্লাহ বলেন, (১) ‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন’। (২) ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ’তে’। (৩) ‘পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু’। (৪) ‘যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন’। (৫) ‘শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ *(‘আলাক্ব ৯৬/১-৫)*।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। যা ছিল মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটে প্রেরিত সর্বপ্রথম ‘অহি’। এটাই ছিল আখেরী যামানার মানুষের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে প্রেরিত সর্বপ্রথম আসমানী বার্তা। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে এর কোন নযীর নেই। অতএব আমাদেরকে লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে। যা আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনার সরল পথ সমূহ বাৎলে দেয়। এজন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে সূরা ফাতেহায় দো‘আ পড়তে হয়, *ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম* ‘(হে আল্লাহ!) তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর!’

৫. কুরআন শিক্ষার ফযীলত :

আল্লাহ বলেন, ‘পরম দয়াময় (আল্লাহ)’। ‘যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন’ *(রহমান ৫৫/১-২)*। এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে‘মত হিসাবে কুরআন শিক্ষার উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত

---

১২. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩।

১৩. নাসাঈ হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪৫০।

১৪. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫; মিশকাত হা/৫০৯৬ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ।

১৫. ইউসুফ ১২/২; নাজম ৫৩/৩-৪; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯।

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) তোমাদের মধ্যে কে চায় না যে, প্রতিদিন সকালে ময়দানে বা বাজারে গিয়ে কোনরূপ অন্যায় ছাড়াই দু'টি বড় কুঁজের উটনী নিয়ে আসুক?... তাহ'লে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা করে না (বা শিক্ষা দেয় না) অথবা নিজে পাঠ করে না? অথচ এটি তার জন্য দু'টি উটনী অপেক্ষা অধিক উত্তম। তিনটি তিনটি অপেক্ষা, চারটি চারটি অপেক্ষা, বরং যত সংখ্যক আয়াত শিক্ষা করবে বা পাঠ করবে, তত সংখ্যক উটনী অপেক্ষা উত্তম'।[১৬] (২) তিনি বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের বুঝ দান করেন'।[১৭] কারণ সঠিক বুঝ না থাকায় কুরআন পড়া সত্ত্বেও বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র এই কিতাবের মাধ্যমে তিনি বহু জাতিকে উঁচু করেছেন ও অন্যদেরকে নীচু করেছেন'।[১৮]

৬. কুরআন পাঠকারীর ফযীলত ও হাফেযের উচ্চ মর্যাদা :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তার হাফেয ও নিয়মিত পাঠকের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে এবং তা কবুল করা হবে। কুরআন এসে বলবে, হে আল্লাহ! প্রত্যেক কর্মীর জন্য পুরস্কার রয়েছে। আমি তাকে দুনিয়ার স্বাদ ও নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তুমি তাকে সম্মানিত কর। তখন তাকে বলা হবে, তোমার ডান হাত বাড়াও। অতঃপর সেটিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। এরপর বলা হবে, তোমার বাম হাত বাড়াও। অতঃপর সেটিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করানো হবে এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে'।[১৯] (২) তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। কেননা যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়'।[২০] (৩) তিনি বলেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কুরআন তার পাঠকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশকারী হবে'।[২১] (৪) তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার পাঠককে হাযির করা হবে, যারা সে অনুযায়ী আমল করত। সেখানে সবার আগে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান, দু'টি মেঘ খণ্ডের ন্যায়। যারা পাঠকদের পক্ষে যুক্তি পেশ করবে'।[২২] (৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দু'জন ব্যক্তি ব্যতীত কারু সাথে ঈর্ষা নয়। এক- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন এবং সে তা পাঠ করে রাত্রি-দিন। দুই- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে তা থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে রাত্রি-দিন।[২৩]

---

১৬. মুসলিম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২১১০।
১৭. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০ 'ইলম' অধ্যায়।
১৮. মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।
১৯. দারেমী হা/৩৩১২; হাকেম হা/২০৩৬; মিশকাত হা/১৯৬৩ 'ছওম' অধ্যায়; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৩৯৪ পৃ. ।
২০. মুসলিম হা/৭৮০; মিশকাত হা/২১১৯, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২১. মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০, আবু উমামা (রাঃ) হ'তে।
২২. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১, নাউওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) হ'তে।
২৩. বুখারী হা/৭৫২৯; মুসলিম হা/৮১৫; মিশকাত হা/২১১৩ ।

৭. কুরআন বুঝে পড়া :

(১) আল্লাহ বলেন, তারা কি কুরআন অনুধাবন করবে না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহ তালা বদ্ধ? (মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় প্রার্থনার আয়াত এলে থামতেন ও প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ্র গুণগানের আয়াত এলে থামতেন ও 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার আয়াত এলে থামতেন ও 'আঊযুবিল্লাহ' বলতেন।[২৪] (৩) তিনি বিভিন্ন আয়াত পাঠ শেষে জওয়াব দিতেন।[২৫] (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিনদিনের কমে কুরআন খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না'।[২৬] এর মধ্যে কুরআন বুঝে পড়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

৮. মুখলেছ ও কপট পাঠকের পার্থক্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে মুমিন কুরআন পাঠ করে ও সে অনুযায়ী আমল করে, তার দৃষ্টান্ত হ'ল 'উৎরুজ্জ' ফলের ন্যায়, (যা আরব দেশের একটি শ্রেষ্ঠ ফলের নাম)। যার গন্ধ উত্তম, স্বাদও উত্তম। পক্ষান্তরে আমলহীন কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের তুলনা হ'ল ফুলের মত। যার সুগন্ধি আছে। কিন্তু তার স্বাদ হ'ল তিক্ত'।[২৭]

৯. আমল কবুলের শর্ত :

কোন আমলই কবুল হবেনা তিনটি শর্ত ব্যতীত: (১) ছহীহ আক্বীদা। যেখানে কোন শিরক থাকবে না। (২) ছহীহ তরীকা। যেখানে কোন বিদ'আত থাকবে না। (৩) ইখলাছে আমল। যেখানে কোন রিয়া ও শ্রুতি থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তার প্রতি খালেছ আনুগত্য সহকারে' *(যুমার ৩৯/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ কেবল ঐ আমলটুকু কবুল করেন, যা তার জন্য খালেছ হয় এবং যার দ্বারা তার চেহারা অন্বেষণ করা হয়'।[২৮]

---

২৪. মুসলিম হা/৭৭২; তিরমিযী হা/২৬২; মিশকাত হা/ ৮৮১।

২৫. আবুদাঊদ হা/৮৮৩,৮৮৪; আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২ প্রভৃতি।

২৬. আবুদাঊদ হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/২৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১।

২৭. বুখারী হা/৫৪২৭; মুসলিম হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২১১৪।

২৮. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২।

তাজবীদ শিক্ষা

علم التجويد

আরবী ব্যাকরণ প্রধানতঃ ৪ (চার) ভাগে বিভক্ত। (১) ইলমুল ইমলা (عِلْمُ الْإِمْلَاءِ) বা বর্ণ-প্রকরণ বিদ্যা (Orthography)। (২) ইলমুছ ছরফ (عِلْمُ الصَّرْفِ) বা পদ-প্রকরণ ও শব্দের রূপান্তর বিদ্যা (Etymology)। (৩) ইলমুন নাহু (عِلْمُ النَّحْوِ) বা বাক্যরীতি ও পদ বিন্যাস বিদ্যা (Syntax)। (৪) ইলমুল 'আরূয (عِلْمُ الْعَرُوْضِ) বা ছন্দ প্রকরণ বিদ্যা (Prosody)। এক্ষণে আরবী ব্যাকরণের যে অংশ পাঠ করলে আরবী বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ পদ্ধতি এবং শব্দ সমূহের বানান শিক্ষা করা যায়, তাকে ইলমুল ইমলা (عِلْمُ الْإِمْلَاءِ) বা বর্ণ-প্রকরণ বিদ্যা বলা হয়। যার অপর নাম 'ইলমুত তাজভীদ'।

তাজভীদ (اَلتَّجْوِيْدُ) অর্থ কোন কাজ উত্তমভাবে করা। পারিভাষিক অর্থে আরবী হরফ সমূহকে স্ব স্ব মাখরাজ ও ছিফাত সহ সঠিক ও সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা। অতএব যে ইলমের মাধ্যমে আরবী বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি সঠিকভাবে জানা যায়, তাকে ইলমুত তাজভীদ (عِلْمُ التَّجْوِيْدِ) বা বর্ণ প্রকরণ বিদ্যা বলা হয়। আর তাজবীদে পারদর্শী ব্যক্তিকে 'মুজাব্বিদ' বলা হয়।

তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য : আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্যবান হওয়া।

উদ্দেশ্য : আল্লাহ্র কালামকে সঠিকভাবে পাঠ করা ও ভুল উচ্চারণ থেকে হেফাযত করা।

গুরুত্ব : আল্লাহ বলেন- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 'তুমি থেমে থেমে শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। আরবী বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি জানা না থাকলে শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা সম্ভব নয়। আর তেলাওয়াত শুদ্ধ না হ'লে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হ'য়ে গুনাহের আশংকা থাকে। যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ)। প্রথমটিতে ' হুত্বি' (ح), যার অর্থ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'। দ্বিতীয়টিতে 'হায়ে হাউয়ায' (هـ), যার অর্থ 'সকল ধ্বংস আল্লাহ্র জন্য' (না'ঊযুবিল্লাহ)। অমনিভাবে (قُلْ) অর্থ 'তুমি বল' এবং (كُلْ) অর্থ 'তুমি খাও'। ফলে কুরআন তেলাওয়াতে সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকতে হয় ভুল উচ্চারণ থেকে। অতএব কুরআন পাঠের জন্য প্রথমে লাহ্ন, মাখরাজ ও ছিফাত জানা অতীব যরূরী।

প্রশ্নমালা-১

(১) তাজবীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? বল/লেখ।

(২) তাজবীদ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? বল/লেখ।

(৩) তাজবীদ শিক্ষার গুরুত্ব সংক্ষেপে বল/লেখ।

সবক-২

লাহ্‌ন (اللَّحْنُ) : ‘লাহ্‌ন’ অর্থ সুর। পারিভাষিক অর্থ তাজবীদের বিপরীত অশুদ্ধ পড়া। মদীনার মুনাফিকরা কুরআনের আয়াত সমূহকে বিকৃত ভঙ্গিতে সুর করে ভিন্নরূপ অর্থ নিত এবং এর মাধ্যমে তারা মানুষকে কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখত। এ বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ‘তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবে’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩০)*। অতএব আমরাও যেন অন্যায় উচ্চারণে মুনাফিকদের কাতারে শামিল না হয়ে যাই। সেকারণ রাসূলুল্লাহ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেছেন, يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ‘তোমাদের ছালাতে ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তেলাওয়াতকারী’ *(আবুদাঊদ হা/৫৮৫)*।

লাহ্‌নের প্রকারভেদ : লাহ্‌ন দুই প্রকার। লাহ্‌নে জালী ও লাহ্‌নে খফী।

(ক) লাহ্‌নে জালী (اللَّحْنُ الْجَلِيُّ) অর্থ প্রকাশ্য ভুল। যা হরফ, এ‘রাব ও হরকত পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যার ফলে কবীরা গোনাহগার হ’তে হয় এবং এ থেকে তওবা করা অপরিহার্য।

উদাহরণ স্বরূপ : (১) এক হরফের স্থলে আরেক হরফ পড়া। যেমন قَالَ-এর স্থলে كَالَ، الصَّآخَّةُ-এর স্থলে السَّآخَّةُ অর্থাৎ ق-এর স্থলে ك এবং ص-এর স্থলে س পড়া। الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى *(নাযে‘আত ৭৯/৩৪)* طَا-এর স্থলে تَا পড়া ইত্যাদি। এতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়।

(২) এ‘রাব পরিবর্তন করা। এ‘রাব বলা হয় ব্যাকরণগত কারণে শব্দের শেষে হরকত পরিবর্তন হওয়া। যার মাধ্যমে ক্রিয়াপদের কর্তা ও কর্ম নির্ধারিত হয়। যাতে ভুল হ’লে পুরা বাক্য ভুল হয়ে যায় এবং কবীরা গোনাহ হয়। যেমন, وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ *(বাক্বারাহ ২/২৫১)* পড়ার সময় শেষের ‘দাল’-এর উপর যবর ও ‘তা’-এর উপর পেশ পড়া। আয়াতের মূল অর্থ হ’ল, ‘দাঊদ জালূতকে হত্যা করে’। কিন্তু ‘দাল’-এর উপর যবর পড়লে বিপরীত অর্থ হবে, ‘দাঊদকে জালূত হত্যা করে’। অনুরূপভাবে, فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৬)* পড়ার সময় ‘নূন’-এর উপর যবর ও ‘লাম’-এর উপর পেশ পড়া । আয়াতের মূল অর্থ হ’ল, ‘ফেরাঊন মূসার অবাধ্যতা করল’। কিন্তু ‘নূন’-এর উপর যবর পড়লে বিপরীত অর্থ হবে, ‘মূসা ফেরাঊনের অবাধ্যতা করল’।

(৩) হরকত পরিবর্তন করা : যেমন, أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-এর স্থলে أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ পড়া। لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ‘দাল’ সাকিন এর স্থলে হরকতযুক্ত পড়া। ক্বলক্বলা করতে গিয়ে এ ভুলটা অনেকেই করে থাকেন।

(৪) ভুল স্থানে ওয়াক্বফ করা। যেমন فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ বলে থামা *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে পড়লে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ তখন অর্থ হবে, 'তুমি জান যে, কোন উপাস্য নেই'। (৫) সাকিন হরফকে হরকত দিয়ে পড়া। যেমন وَاِذَآ اَنْعَمْنَا *(ইসরা ১৭/৮৩)*-এর 'মীম' সাকিনকে 'মীম' যবর দিয়ে اَنْعَمَنَا পড়া। এতে অর্থ হবে 'যখন আমাদেরকে কেউ অনুগ্রহ করে'। অথচ আয়াতটির মূল অর্থ হ'ল 'যখন আমরা অনুগ্রহ করি'। (৬) হরকত যুক্ত শব্দকে সাকিন করে পড়া। যেমন وَجَعَلْنَا *(ইয়াসীন ৩৬/৯)*-এর যবর যুক্ত 'জীম'-কে সাকিন করে وَجْعَلْنَا পড়া। এতে অর্থ হবে 'আমাদেরকে করুন'। অথচ আয়াতটির মূল অর্থ হ'ল 'যখন আমরা করি'। (৭) কোন হরফকে হ্রাস করা। যেমন وَلَاتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*-এর মধ্যে بَا ও نَا-কে আলিফ ছাড়াই وَلَا تَقْرَبَ ও فَتَكُوْنَ পড়া। এতে وَلَا تَقْرَبَ-এর কোন অর্থ হবে না। পরবর্তী فَتَكُوْنَ-এর অর্থ হবে 'তাহ'লে তুমি হবে'। অথচ আয়াতটির অর্থ হ'ল 'তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'। (৮) কোন হরফকে বৃদ্ধি করে পড়া। যেমন ضَـرَبَ لَنَا مَّثَلًا *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮)*-এর মধ্যে ضَـرَبَ-এর শেষে এক আলিফ বাড়িয়ে ضَـرَبَا পড়া। এর ফলে ضَـرَبَ একবচনটি দ্বিবচনে পরিণত হবে। তাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে যাবে।

(খ) লাহ্নে খফী (اللَّحْنُ الْخَفِيُّ) অর্থ অপ্রকাশ্য ভুল। যা পড়া মাকরূহ এবং যা পরিত্যাজ্য। যেমন صِـرَاطَ-এর 'র-' পোর না পড়ে বারীক পড়া। رِجَالٌ-এর 'রা' বারীক-এর স্থলে পোর পড়া। وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ 'দাল' ক্বলক্বলা হরফকে সাকিন করতে গিয়ে পেশ উচ্চারণ করা; ز-কে ذ, ق-কে ك, ض-কে د, গুন্নাহ্র স্থলে ইযহার করা; হুরূফে মুস্তা'লিয়াহকে মুস্তাফিলাহ বা মুস্তাফিলাহকে মুস্তা'লিয়াহ, বড় মাদ্দের স্থলে ছোট মাদ্দ ও ছোট মাদ্দের স্থলে বড় মাদ্দ পড়া ইত্যাদি।

প্রশ্নমালা-২ :

(১) লাহ্নের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? বল/লেখ।

(২) লাহ্ন কত প্রকার ও কি কি? বল/লেখ।

(৩) লাহ্নে জালী অর্থ কি? উদাহরণসহ বল/লেখ।

(৪) লাহ্নে খফী অর্থ কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(৫) صِـرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর মধ্যে صِـرَاطَ বারীক পড়লে এবং أَنْعَمْتُ পড়লে তখন সেটি কোন কোন প্রকার লাহনের অন্তর্ভুক্ত হবে?

(৬) الطَّآمَّـةُ الْكُبْـرٰى -এর طا -কে تا পড়লে এবং رِجَالٌ-এর ر কে 'পোর' পড়লে তখন কোন কোন প্রকার লাহনের অন্তর্ভুক্ত হবে?

সবক-৩

আরবী বর্ণমালার প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْحُرُوْفِ) :

১. অন্য হরফের সাথে যুক্ত হওয়া বা পৃথক থাকার হিসাবে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। মুফরাদ ও মুরাক্কাব।

(ক) মুফরাদ বা একক। যা অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয় না। যা ৭টি : ا د ذ ر ز و ء

মুফরাদ বর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দসমূহ :

دَرِنَ ময়লা হয়েছে	دَبَرَ অতিক্রম করেছে	أَسِفَ দুঃখিত হয়েছে	أَذِنَ অনুমতি দিয়েছে	أَبَقَ পালিয়ে গেছে
رَبَطَ মযবূত করেছে	ذَكِيَ তেজস্বী হয়েছে	ذَرَفَ অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে	ذَخَرَ সংরক্ষণ করেছে	دَفَعَ প্রতিরোধ করেছে
زَلَقَ পিছলে পড়েছে	زَعِقَ ভয় পেয়েছে	زَحَمَ ভীড় করেছে	رَخُصَ সস্তা হয়েছে	رَجَعَ প্রত্যাবর্তন করেছে
		وَعِثَ কঠিন হয়েছে	وَعَظَ উপদেশ দিয়েছে	وَصَلَ পৌঁছেছে

(খ) মুরাক্কাব বা যুক্তাক্ষর ২২টি। যা অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়। যেমন- بَا بَبْ كَبْ بَسْ ইত্যাদি। এগুলি ডাইনের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলিয়ে লিখতে হয়। লেখার সময় যুক্তাক্ষরগুলির ডাইনের মাথা দেখে চিনতে হয়।

মুরাক্কাব বর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দসমূহ:

تَرِحَ দুঃখিত হয়েছে	تَبَرَ ধ্বংস হয়েছে	بَذَرَ (বীজ) বপন করেছে	بَدَعَ সূচনা করেছে	بَارَحَ পরিত্যাগ করেছে
جَاوَزَ অতিক্রম করেছে	ثَلِمَ ভোঁতা হয়েছে	ثَرَبَ তিরস্কার করেছে	ثَبَطَ বিলম্বিত করেছে	تَفَلَ থুথু ফেলেছে

Contents

حَدَسَ অনুমান করেছে	حَجَبَ ঢেকে রেখেছে	حَبِطَ নিষ্ফল হয়েছে	جَرِحَ আহত হয়েছে	جَحَفَ খুলে ফেলেছে
سَلِسَ সহজ হয়েছে	سَحَرَ জাদু করেছে	خَصِرَ শীতল হয়েছে	خَصَمَ ঝগড়া করেছে	خَشَعَ বিনয়ী হয়েছে
صَحَرَ সিদ্ধ করেছে	شَنَعَ নিন্দা করেছে	شَفِقَ স্নেহশীল হয়েছে	شَطَرَ অর্ধেক করেছে	سَمَحَ দান করেছে
ضَمَرَ শুকিয়ে গেছে	ضَمَدَ ব্যাণ্ডেজ করেছে	ضَرَسَ কামড় দিয়েছে	صَدَرَ প্রকাশিত হয়েছে	صَحِبَ সাথী হয়েছে
ظَفِرَ সফল হয়েছে	ظَرُفَ সুন্দর হয়েছে	طَرَسَ মুছে ফেলেছে	طَحَنَ চূর্ণ করেছে	طَبَعَ মুদ্রণ করেছে
غَرَسَ রোপণ করেছে	غَبَرَ বিগত হয়েছে	عَسِرَ কঠিন হয়েছে	عُدِمَ বিলীন হয়েছে	عَثَرَ অবহিত হয়েছে
قَبِلَ গ্রহণ করেছে	فَزِعَ ভয় পেয়েছে	فَخَرَ অহংকার করেছে	فَتَقَ ছিঁড়েছে	غَلَفَ আচ্ছাদিত করেছে
كَمِلَ পূর্ণ হয়েছে	كَدِرَ ঘোলা হয়েছে	كَتَمَ গোপন করেছে	قَفَرَ পিছু নিয়েছে	قَدِرَ সক্ষম হয়েছে
مَكَرَ ধোঁকা দিয়েছে	مَزَحَ রসিকতা করেছে	لَغِبَ ক্লান্ত হয়েছে	لَسَعَ কামড়িয়েছে	لَثَمَ চুম্বন করেছে
هَاجَرَ হিজরত করেছে	نَزَلَ অবতরণ করেছে	نَجَمَ উদিত হয়েছে	نَامَ ঘুমিয়েছে	مَشَطَ চিরুনি করেছে
يَمِنَ সফল হয়েছে	يَسِرَ সহজ হয়েছে	يَتِمَ ইয়াতীম হয়েছে	هَزَعَ তাড়াহুড়া করেছে	هَضَمَ হযম করেছে

Contents

অধিকাংশ শিক্ষার্থী আরবী লেখার সময় শশায় ভুল করে। অতএব শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ বিষয়টি ২য় ভাগে বর্ণিত লিখন পদ্ধতি অনুযায়ী হাতে-কলমে ভালোভাবে শিখাবেন।

২. মোটা বা চিকনভাবে উচ্চারণের দিক দিয়ে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ (اَلْحُرُوْفُ الْمُسْتَعْلِيَةُ) ও হুরূফে মুস্তাফিলাহ (اَلْحُرُوْفُ الْمُسْتَفِلَةُ)। হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ ৭টি : خ ص ض ط ظ غ ق এই ৭টি হরফকে সমষ্টিগতভাবে خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ (খুছ্ছা যাগত্বিন ক্বিয) বলা হয়। এই হরফগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরের দিকে ওঠে বা তালুতে লাগে। এগুলি 'পোর' বা মোটাভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- خَاصٌّ (নির্দিষ্ট), غَافِلٌ (উদাসীন)। বাকী ২২টি হরফকে 'হুরূফে মুস্তাফিলাহ' বলা হয়। যেগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা নিম্নের দিকে পতিত হয়। যা 'বারীক' বা চিকনভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- ذَاكِرٌ (যিকরকারী), دَاخِلٌ (প্রবেশকারী)।

৩. শব্দের মধ্যে আলিফ ও লাম উচ্চারণের হিসাবে আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। হুরূফে শামসী বা সূর্যবর্ণ এবং হুরূফে ক্বামারী বা চন্দ্রবর্ণ। 'শামসী' ঐ হরফ সমূহকে বলা হয়, যার পূর্বে আলিফ ও লাম (ال) আসলে লাম উচ্চারিত হয় না এবং পরের হরফ মুশাদ্দাদ বা তাশদীদযুক্ত হয়। এতে 'লাম' লিখিত হয়, কিন্তু পঠিত হয় না। যেমন- اَلشَّمْسُ (সূর্য), اَلرَّجُلُ (পুরুষ), اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী)।

(ক) হুরূফে শামসী (اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ) ১৪টি : ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن ।

উদাহরণসমূহ :

اَلتَّحِيَّاتُ، اَلثَّاقِبُ، اَلدُّنْيَا، اَلذَّكَرُ، اَلرَّحْمٰنُ، اَلزَّكٰوةُ، اَلسَّمَآءُ

اَلشَّهْرُ، اَلصَّبْرُ، اَلضَّرْبُ، اَلطَّارِقُ، اَلظَّالِمُ، اَللَّحْمُ، اَلنَّجْمُ

(খ) 'হুরূফে ক্বামারী' ঐ হরফ সমূহকে বলা হয়, যার পূর্বে আলিফ ও লাম (ال) আসলে লাম উচ্চারিত হয়। যেমন- اَلْقَمَرُ (চন্দ্র), اَلْمَرْأَةُ (নারী), اَلْمُحْتَاجُ (মুখাপেক্ষী)।

হুরূফে ক্বামারী (اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ) ১৪টি : أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ي

উদাহরণসমূহ :

اَلْأَكْبَرُ، اَلْبَقَرَةُ، اَلْجَنَّةُ، اَلْحَدِيْثُ، اَلْخَنَّاسُ، اَلْعَيْنُ، اَلْغَفُوْرُ

اَلْفَقِيْرُ، اَلْقَدِيْرُ، اَلْكَوَاكِبُ، اَلْمَاعُوْنُ، اَلْوَدُوْدُ، اَلْهَمْزُ، اَلْيَوْمُ-

৪. নূন সাকিন ও তানভীনের সাথে আরবী হরফসমূহ চারভাবে পড়া যায় :[২৯] ইক্বলাব, ইদগাম, ইযহার ও ইখফা। ইক্বলাবের হরফ ১টি : ب। ইদগামের হরফ ৬টি : ي ر م ل و ن। ইযহারের হরফ ৬টি : غ ع خ ح ه ء এই ৬টি হরফ হুরূফে হালক্বী হওয়ার কারণে এসময় এগুলিকে ইযহারে হালক্বীও বলা হয়।

ইখফা-র হরফ ১৫টি : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন বা তানভীনের পর ইক্বলাবের হরফ ب আসলে তাকে 'মীম' দ্বারা বদল করে 'সাধারণ গুন্নাহ' সহ পড়তে হয়। নূন সাকিন বা তানভীনের পর ইদগামের ৬টি হরফের মধ্যে ي ن م و আসলে তখন 'ইদগামে বা-গুন্নাহ' হবে। বাকী দু'টি হরফ ر ও ل আসলে 'ইদগামে বে-গুন্নাহ' হবে। নূন সাকিন বা তানভীনের পর ইযহারের ৬টি হরফ আসলে সেখানে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। আর ইখফা-র ১৫টি হরফ আসলে সেখানে 'সাধারণ গুন্নাহ' করে পড়তে হয়।

৫. সাকিন বা ওয়াক্বফের সময় প্রতিধ্বনি হয়, এরূপ হরফ সমূহকে 'হুরূফে ক্বলক্বলা' (الْحُرُوْفُ الْقَلْقَلَةُ) বলা হয়। যা ৫টি: ق ط ب ج د যেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে قُطْبِ جَدٌ (কুৎবেজাদ) বলা হয়। যেমন يَقْدِرُ، يَطْبَعُ، يُبْصِرُ، اَجْرٌ، عَدْنٍ، بَهِيْجٍ۝ شَدِيْدٍ۝

প্রশ্নমালা-৩ :

(১) আরবী হরফসমূহ কয়ভাবে পড়া যায় এবং সেগুলি কি কি?
(২) মুফরাদ ও মুরাক্কাব কাকে বলে ও কি কি? প্রত্যেকটির ২টি করে উদাহরণ বল/লেখ।
(৩) 'হুরূফে শামসী' কাকে বলে? উহার হরফ সমূহ কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।
(৪) 'হুরূফে ক্বামারী' কাকে বলে? উহার হরফ সমূহ কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।
(৫) ইক্বলাব, ইদগাম, ইযহার ও ইখফা-র হরফ সমূহ কয়টি ও কি কি? বল/লেখ।
(৬) 'হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ' ও 'হুরূফে মুস্তাফিলাহ' কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।
(৭) 'হুরূফে ক্বলক্বলা' কয়টি ও কি কি? উদাহরণ সহ বল/লেখ।

---

২৯. উক্ত নিয়মগুলি নিম্নোক্ত কবিতায় সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।-

عِنْدَ حُرُوفِ الْحَلْقِ يُظْهَرَانِ + وَعِنْدَ يَرْمَلُونَ يُدْغَمَانِ

بِغُـنَّةٍ فِي غَـيْرِ رَا وَلاَمٍ + وَلَيْسَ فِي الْكِلْمَةِ مِنْ إِدْغَامٍ

وَعِنْدَ حَرْفِ البَاءِ يُقْلَبَانِ + مِيْمًا، وَعِنْدَ البَاقِي يُخْفَيَانِ

অনুবাদ : 'হুরূফে হালক্বীর সাথে নূন সাকিন ও তানভীন 'ইযহার' হবে। হুরূফে ইয়ারমালূন-এর সাথে গুন্নাহ সহ 'ইদগাম' হবে, 'র' ও 'লাম' ব্যতীত (যাতে গুন্নাহ নেই)। আর হুরূফে হালক্বীতে কোন ইদগাম নেই। 'বা'-এর সাথে 'ইক্বলাব' এবং বাকী হরফগুলির সাথে 'ইখফা' হবে' (আবু 'আছেম আব্দুল আযীয, ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ (মদীনা : মাকতাবাতুদ্দার, ৫ম সংস্করণ ১৪০৪ হি.) ৬৮ পৃ.)।

সবক-৪

মাখরাজ সমূহের পরিচয় (مَعْرِفَةُ الْمَخَارِجِ) :

আরবী হরফ সমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য 'মাখরাজ' জানা আবশ্যক। 'মাখরাজ' অর্থ উচ্চারণস্থল। যেগুলি মুখের ভিতরের ৫টি স্থান হ'তে বের হয়। যেগুলিকে একত্রে اَلْمَنَاطِقُ الْخَمْسَةُ 'পাঁচটি উচ্চারণ স্থল' বা اَلْمَخَارِجُ الْعَامَّةُ 'সাধারণ উচ্চারণ স্থল' বলা হয়। যেমন (ক) মুখ গহ্বর (اَلْجَوْفُ), (খ) কণ্ঠনালী (اَلْحَلْقُ), (গ) জিহ্বা (اَللِّسَانُ), (ঘ) দুই ঠোঁট (اَلشَّفَتَانِ) এবং (ঙ) নাকের বাঁশি (اَلْخَيْشُومُ)। এসব স্থান থেকেই 'বিশেষ মাখরাজ সমূহ' (اَلْمَخَارِجُ الْخَاصَّةُ) বের হয়। যেগুলির সংখ্যা প্রসিদ্ধ মতে ১৭টি।[৩০] নিম্নে উক্ত পাঁচটি 'সাধারণ মাখরাজ' থেকে ১৭টি 'বিশেষ মাখরাজ' বর্ণিত হ'ল।-

(১) হুরূফে জাওফিয়াহ (اَلْحُرُوْفُ الْجَوْفِيَّةُ) বা মুখ গহ্বর হ'তে বহির্গত হরফ ৩টি : و ا ي। এগুলিকে হুরূফে মাদ্দ ও লীন বলা হয়। কারণ এ তিনটি হরফ থেকেই সমস্ত শব্দ স্বাভাবিকভাবে ও দীর্ঘ স্বরে বের হয়।

(২) হুরূফে হালক্বিইয়াহ (اَلْحُرُوْفُ الْحَلْقِيَّةُ) বা কণ্ঠনালীর ৩টি মাখরাজ হ'তে বহির্গত হরফ ৬টি : ء هـ ح خ ع غ। যেমন আক্বছা হালক্ব বা কণ্ঠনালীর শুরু হ'তে ২টি হরফ ء هـ। ওয়াসাত্বে হালক্ব বা কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল হ'তে ২টি হরফ ع ح। আদ্‌না হালক্ব বা কণ্ঠনালীর শেষপ্রান্ত হ'তে ২টি হরফ غ خ।[৩১]

(৩) হুরূফে লিসানিয়াহ (اَلْحُرُوْفُ اللِّسَانِيَّةُ) বা জিহ্বার ১০টি মাখরাজ হ'তে বহির্গত হরফ ১৮টি :

---

৩০. ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ করেছেন। ফার্রা ও তাঁর অনুসারীদের নিকট মাখরাজের সংখ্যা ১৪টি। সীবাওয়াইহ ও তাঁর অনুসারীদের নিকট ১৬টি। খলীল বিন আহমাদ ও ইবনুল জাযারী এবং অধিকাংশ ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদের নিকট ১৭টি *(ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ ৩৯ পৃ.)*। সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাগত কারণে এই মতভেদগুলি ঘটেছে। যা গুরুতর কোন মতভেদ নয়।

৩১. এগুলিকে ফার্সী কবিতাকারে নিম্নরূপে বলা হয়।-

حرف حلقی شش بود اے نور عین

ء ھاو حاو خاو ع و غ

হরফে হাল্‌ক্বী শাশ্‌ বূদ আয় নূরে 'আঈন
হাম্‌যা, হাও, হা-ও, খাও, 'আঈন ও গঈন।
হরফে হালক্বী ছয়টি হে চোখের মণি!
হামযা, হাও, হাও, খাও, 'আঈন ও গঈন

(ক) আক্বছাল লিসান : জিহবার গোড়ার দিকের ২টি মাখরাজ হ'তে ২টি- ق، ك **(খ) ওয়াসাতুল লিসান :** জিহবার মধ্যবর্তী ১টি মাখরাজ হ'তে ৩টি- ج ش ي **(গ) যাহরু ত্বরফিল লিসান :** জিহবার উপরকার ২টি মাখরাজ হ'তে ৬টি- ط د ت، ظ ذ ث **(ঘ) ত্বরফুল লিসান :** জিহবার কিনারার ২টি মাখরাজ হ'তে ২টি- ر ن **(ঙ) রা'সুল লিসান :** জিহবার ডগার ১টি মাখরাজ হ'তে ৩টি- ص ز س **(চ) হা-ফফাতুল লিসান জানেবিয়াহ :** জিহবার ডগার পাশের ১টি মাখরাজ হ'তে ১টি- ض। এটির উচ্চারণ সবচেয়ে কঠিন। **(ছ) হা-ফফাতুল লিসান আমামিয়াহ :** জিহ্বার সম্মুখ পাশের ১টি মাখরাজ হ'তে ১টি- ل।

(৪) **হুরূফে শাফাভিয়াহ** (اَلْحُرُوْفُ الشَّفَوِيَّةُ) বা দুই ঠোঁটের ২টি মাখরাজ হ'তে বহির্গত হরফ ৪টি : ف و م ب।[৩২]

(৫) **হুরূফে খায়শূমিয়াহ** (اَلْحُرُوْفُ الْخَيْشُوْمِيَّةُ) বা নাকের বাঁশির ১টি মাখরাজ হ'তে বহির্গত হরফ ২টি: مّ ও نّ (মীম ও নূন মুশাদ্দাদ)। যাকে গুন্নাহ্র মাখরাজ বলা হয়।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি সাধারণ মাখরাজে উল্লেখিত সর্বমোট ৩৩টি হরফের মধ্যে و م ن ي পুনরুক্ত হয়েছে। উক্ত ৪টি বাদ দিলে মোট হরফের সংখ্যা হবে ২৯টি। এক্ষণে ১৭টি মাখরাজ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হ'ল।-

১. وا ي ওয়াও, আলিফ, ইয়া এ তিনটি হরফকে 'হুরূফে ইল্লাত' বা স্বরবর্ণ বলা হয়। যা মুখ গহ্বর হ'তে বাতাসের সাথে উচ্চারিত হয়। যেমন- فَاْوٰى، اَحْيَا، نُوْحِيْهَا
এগুলিকে 'মাদ্দের হরফ' বলে। যা অন্য হরফের সাথে মিললে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন بَا بُوْ بِيْ। বাকী সকল হরফকে 'হুরূফে ছহীহাহ' বা ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়।

২. ءهـ হাম্যাহ ও হায়ে হাউয়ায- বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব বা কণ্ঠনালীর শুরু থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন- أَشْهَدُ، اِهْدِنَا، اِسْتَهْزَأَ

৩. ع ح 'আঈন ও হায়ে হুত্তি বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর মধ্যস্থল হ'তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

أَحْمَدُ، نَعْبُدُ، اَلْحَمْدُ، اَنْعَمْتَ

৩২. ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ ৩৯-৪৫।

৪. غ خ গঈন ও খ- বর্ণ দু'টি হাল্ক্ব-এর শেষভাগ হ'তে উচ্চারিত হয়। যেমন-

غَيْبٌ، زَيْغٌ، خَوْفٌ، شَيْخٌ

ء هـ ح خ ع غ এই ছয়টি হরফকে একত্রে 'হুরূফে হাল্ক্বী' (اَلْحُرُوْفُ الْحَلْقِيَّةُ) বা কণ্ঠনালীর হরফ বলা হয়। কারণ এগুলি হালক্ব অর্থাৎ কণ্ঠনালীর বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

৫. ق বড় ক্বা-ফ বর্ণটি জিহ্বার মূল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে কাক-এর আওয়াযের ন্যায় মোটা শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- قَالُوْا، وَقَبَ

৬. ك ছোট কা-ফ বর্ণটি জিহ্বা মূলের একটু পরে ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে চিকন শব্দে উচ্চারিত হয়। যেমন- مَلَكٌ كَفَرُوْا، ق ও ك-কে 'হুরূফে হুলক্বমিইয়াহ' (اَلْحُرُوْفُ الْحُلْقُوْمِيَّةُ) বলা হয়।

৭. ج ش يَ জীম, শীন ও হরকতযুক্ত ইয়া- এই তিনটি বর্ণ জিহ্বার মধ্যস্থল ও ঐ বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। এই বর্ণগুলিকে 'হুরূফে শাজরিইয়াহ' (اَلْحُرُوْفُ الشَّجْرِيَّةُ) বলা হয়। যেমন- جَهْرٌ، شَجَرٌ، يَشْجَعُ

৮. ض (য-দ) বর্ণটি জিহ্বার গোড়ার কিনারা ও ঐ বরাবর উপরের দন্তমাড়ির সাথে লাগিয়ে কষ্টকরভাবে উচ্চারিত হয়। এই বর্ণটির উচ্চারণধ্বনি 'য-' (ظ)-এর অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু 'দাল'-এর সাথে আদৌ যুক্ত নয়। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বলেন, আজকাল অধিকাংশ লোকের অভ্যাস হ'ল, এই হরফটিকে দাল পোর বা বারীক অথবা দাল-এর মত করে পড়া। অথচ এভাবে কখনোই পড়া উচিত নয়। এটি একেবারেই ভুল (یہ بالکل غلط ہے)। একইভাবে পুরা 'য-' পড়াটাও ভুল'।[৩৩] সেকারণ বাংলা উচ্চারণে 'য' লেখা উচিত, 'দ' নয়। 'দাল' উচ্চারণে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে ছালাত বিনষ্ট হওয়ার ও কঠিন গুনাহের ভয় আছে। যেমন- ضَآلِّيْنَ (য-ল্লীন) অর্থ 'পথভ্রষ্টগণ'। কিন্তু 'দাল' উচ্চারণে 'দা-ল্লীন' পড়লে তার অর্থ হবে 'পথপ্রদর্শকগণ'। যা মূল অর্থের একেবারেই বিপরীত। একইভাবে ضَآلًّا অর্থ 'পথহারা' কিন্তু ظَآلًّا অর্থ 'ছায়াকারী'। যে দু'টি শব্দের অর্থ পরস্পরের বিপরীত। পক্ষান্তরে حُضُوْرٌ (হুযূর), رَمَضَانَ (রমাযান), وُضُوْءٌ (ওযূ), هَضْمٌ (হযম)

---

৩৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.), 'জামালুল কুরআন' (টীকা : ক্বারী হেফযুর রহমান, দেউবন্দ : এমদাদিয়া কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ.) ৮নং মাখরাজ, পৃ. ৮।

ইত্যাদি শব্দ সমূহ য- উচ্চারণে পঠিত হয়। অতএব যদি কেউ সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও য-দ-এর সঠিক উচ্চারণ করতে না পারেন, তাহ'লে তিনি 'য-' পড়বেন। কিন্তু কখনোই 'দাল' পড়বেন না। আজকাল অনেকে আরবদের দোহাই দেন। কিন্তু এটি তাদের কথ্য ভাষাগত ভুল। সেকারণ তাদের অনেকে ق-কে غ এবং ض-কে د উচ্চারণ করেন। কিন্তু তাঁদের ক্বারীগণ তাজবীদ অনুযায়ী সঠিক উচ্চারণে পাঠ করে থাকেন।[৩৪]

৯. ل 'লাম' বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- لَفْظٌ، جَبَلٌ، اللهُ

১০. ن 'নূন' বর্ণটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ত তালুতে লাগিয়ে 'নাকি' সুরে উচ্চারিত হয়। যেমন- نُوْرٌ، كَنْزٌ، حُسْنٌ

১১. ر 'র-' বর্ণটি জিহ্বার ডগা ও ঐ বরাবর উপরের দন্ততালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। 'র' যবরযুক্ত হ'লে 'পোর' বা মোটা করে (র) এবং যেরযুক্ত হ'লে 'বারীক' বা চিকনভাবে (র-) পড়তে হয়। যেমন পোর-এর উদাহরণ, رَبٌّ، رَحِيْمٌ، رَسُوْلٌ এবং বারীক-এর উদাহরণ رِجْسٌ، رِيْحٌ، رِجْلٌ

১২. ط د ت ত্ব-, দাল, তা বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের দন্ততালুতে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়। 'ত্বোয়া'-এর উচ্চারণ মোটা এবং 'তা' এর উচ্চারণ পাতলা হয়ে থাকে। যেমন- طَيْرٌ، دَهْرٌ، تَرَكَ، طَرَدْتَ

১৩. ظ ذ ث য-, যাল, ছা বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে নরমভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- ظَهْرٌ، ذَرْعٌ، ثَوْبٌ

১৪. ص ز س ছ-দ, ঝা, সীন বর্ণ তিনটি জিহ্বার অগ্রভাগ, নীচের সম্মুখ দাঁতের কিনারা এবং উপরের দন্ততালু মিলিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন-صَدْرٌ، زَجْرٌ، يُوَسْوِسُ

---

৩৪. অনেকে ওযূর বানানে ভুল করেন। তাই ওযূর নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতাটি মনে রাখলে তার আরবী বানান ও অর্থের পার্থক্য মনে থাকবে। وَضُودر وِضُو بردہ وُضُو کن + فچانگ جانب اللہ رجوع کن *অযূ দার ভেযূ বারদাহ ওযূ কুন + ফাচাঙ্গে জানেবে আল্লাহ রুজূ কুন* ('পানি পাত্রে রেখে ওযূ কর + অতঃপর আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ হও'!) এখানে অযূ অর্থ পানি, ভেযূ অর্থ পাত্র এবং ওযূ অর্থ পবিত্রতা।

১৫. ف ‘ফা’ বর্ণটি নীচের ঠোঁটের মধ্যস্থল ও উপরের সম্মুখ দাঁতের অগ্রভাগ মিলিয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন- فِعْلٌ، فَلَقٌ، فَجْرٌ

১৬. ب م و বা, মীম ও হরকতযুক্ত ওয়াও এই তিনটি বর্ণ দুই ঠোঁটের মিলনে উচ্চারিত হয়। তবে ‘বা’ দুই ঠোঁটের ভিজা স্থান হ’তে, ‘মীম’ শুকনা স্থান হ’তে এবং হরকতযুক্ত ওয়াও দুই ঠোঁটের মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁকা স্থান হ’তে উচ্চারিত হয়। যেমন- بَابٌ، مِلْحٌ، دَلْوٌ، وَمَاكَسَبَ

১৭. مّ ও نّ ‘মীম ও নূনে মুশাদ্দাদ’ বা তাশদীদযুক্ত মীম বা নূন-এর মাখরাজ হ’ল নাকের বাঁশি বা ‘খায়শূম’। যা গুন্নাহ বা ‘নাকি’ সুরে উচ্চারিত হয়। যেমন-أَمَّا، مِمَّا، إِنَّا، اٰمَنَّا

(ক) মাখরাজের ভিন্নতায় অর্থের পরিবর্তন :

جُعِلَ،ذَعِلَ	ثَلَثَ،سَلِسَ	تَرَكَ،طَرَقَ	أَكَلَ،عَقَلَ
তৈরী করা হয়েছে, অস্বীকারের পর স্বীকার করেছে	তৃতীয় হয়েছে, নরম হয়েছে	ত্যাগ করেছে, কড়া নেড়েছে	সে খেয়েছে, জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে
حَمِدَ،هَمَدَ	عَذَقَ،عَزَقَ	ضَلْعٌ،دَلْعٌ	ذَكِيٌّ،زَكِيٌّ
প্রশংসা করেছে, ধ্বংস হয়েছে	খেজুর গাছের ডাল কেটেছে, মাটি খুঁড়েছে	পাঁজরের বাঁকা হাড়, জিহ্বা বের করা	বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ

(খ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাখরাজ ও ছিফাতের মাশ্ক্ব :

بُ وُ	بِ وِ	اَُِعْ اَُِيْ	اَُِعْ اَُِيْ
اَُِثْ اَُِسْ اَُِصْ	ثَُِ سَُِ صَُِ	اَُِتْ اَُِطْ	تَُِ طَُِ
اَُِهْ اَُِحْ	هَُِ حَُِ	اَُِجْ اَُِذْ اَُِزْ اَُِظْ	جَُِ ذَُِ زَُِ ظَُِ
اَُِكْ اَُِقْ	كَُِ قَُِ	اَُِدْ اَُِضْ اَُِظْ	دَُِ ضَُِ ظَُِ

(গ) সমুচ্চারিত ও পরিবর্তিত অর্থবোধক হরফ সমূহ :

ح – ه		ق – ك		ط – ت	
هَاجَ ক্রুদ্ধ হয়েছে	حَاجَ মুখাপেক্ষী হয়েছে	كَالَ পরিমাপ করেছে	قَالَ সে বলেছে	تَابَ তওবা করেছে	طَابَ খুশী হয়েছে
سَهِرَ রাত্রি জেগেছে	سَحَرَ জাদু করেছে	تَرَكَ ত্যাগ করেছে	سَرَقَ চুরি করেছে	تِيْنٌ ডুমুর	طِيْنٌ নরম মাটি
ث - س		ج - ز		ض - د	
سَابَ প্রবাহিত হয়েছে	ثَابَ ছওয়াব পেয়েছে	زَلَّ পা পিছলে পড়েছে	جَلَّ মহৎ হয়েছে	دَلَّ পথ প্রদর্শন করেছে	ضَلَّ পথভ্রষ্ট হয়েছে
كَسَرَ ভেঙ্গেছে	كَثَرَ বেশী হয়েছে	حَزَّ কর্তন করেছে	حَجَّ হজ্জ করেছে	حَذَرَ দ্রুত (পাঠ) করেছে	حَضَرَ উপস্থিত হয়েছে
ز - ذ		ص - س		ظ - ذ	
ذَبٌّ পাতলা হয়েছে	زَبٌّ ভরে গেছে	سَلَّ টেনে বের করেছে	صَلَّ পরিবর্তিত হয়েছে	ذَلَّ লাঞ্ছিত হয়েছে	ظَلَّ ছায়াময় হয়েছে
بَذَلَ ব্যয় করা	بَزَلَ ছিদ্র করেছে	مَسَّ স্পর্শ করেছে	قَصَّ বর্ণনা করেছে	نَذِيْرٌ সতর্ককারী	نَظِيْرٌ দৃষ্টান্ত

(ঘ) সমুচ্চারিত হরফ সমূহের মাশ্‌ক্ব :

নিম্নের সমুচ্চারিত হরফগুলির মাখরাজ ও ছিফাত সহ উচ্চারণের পার্থক্য বারবার মাশ্‌ক্বের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিন। সেই সাথে অর্থের পার্থক্য জানিয়ে দিন।-

Contents

ث س ثَمَرٌ ফল سَفَرٌ ভ্রমণ	ت ط تَتْبَعُ، تَطْبَعُ পিছে পিছে এসেছে, মুদ্রণ করেছে	ت ط تِبْرٌ طِفْلٌ স্বর্ণপিণ্ড, শিশু	ب و ذَهَبِيٌّ، نَوَوِيٌّ ইমাম যাহাবী, ইমাম নববী	ب و بِكْرٌ، وِزْرٌ কুমারী, বোঝা
ج ز أَجْمَعَ، أَزْبَرَ একত্রিত করেছে, সাহসী হয়েছে	ج ز جَزَاءٌ، زَجْلٌ প্রতিদান, প্রতিহত করা	ج ذ أَجْمَلَ، أَذْهَبَ সংক্ষিপ্ত করেছে, বিদূরিত করেছে	ج ذ جَمَلٌ، ذَهَبٌ উট, স্বর্ণ	ث س أَثْمَرَ أَسْفَرَ ফলবন্ত হয়েছে, আলোকিত হয়েছে
س ص سَفَرٌ، صَخْرٌ ভ্রমণ, পাথর	ذ ز غَذْوٌ، غَزْوٌ খাদ্য, যুদ্ধ	ذ ز ذَكَاءٌ، زَكَاءٌ মেধা, বৃদ্ধি পাওয়া	ح هـ حَلَقَ، هَلَكَ মাথা মুণ্ডন করেছে, ধ্বংস হয়েছে	ح هـ حَسَنٌ، هَدَرٌ সুন্দর, বৃথা যাওয়া
ض د فَضْلٌ، صَدْرٌ অনুগ্রহ, বক্ষ	ض د ضَالٌّ، دَالٌّ পথভ্রষ্ট, পথ প্রদর্শক	ش س بَشَرٌ، قَسَمٌ মানুষ, শপথ	ش س شَهْرٌ، سَحْرٌ মাস, ফুসফুস	س ص فَسْرٌ، فَصْلٌ ব্যাখ্যা করা, পৃথক করা
ق ك قَلْبٌ، كَلْبٌ হৃদয়, কুকুর	ظ ذ وَظَفَ، وَذَعَ নিযুক্ত করেছে, প্রবাহিত হয়েছে	ظ ذ ظَبْيٌ، ذَهَبٌ হরিণ, স্বর্ণ	ض ظ وُضُوْءٌ، وُظُوْبٌ ওযূ, অব্যাহত রাখা	ض ظ ضِلٌّ، ظِلٌّ ভ্রষ্ট, ছায়া
أ ع أُؤْتُمِنَ، أُعْلِنَ আমানত রাখা হয়, ঘোষিত হয়েছে	أ ع أَحَدٌ، عَهْدٌ এক, অঙ্গীকার	ء ي بِئْرٌ، بَيْضٌ কূয়া, ডিম	ء ي أَبٌ، يَدٌ পিতা, হাত	ق ك قِسْطٌ، كِذْبٌ মিথ্যা, ইনছাফ

Contents

		اي وي أَيَّامٌ ،وَيْلٌ দিন সমূহ, দুর্ভোগ	ي ع فَيْحٌ ،فِعْلٌ আগুনের ভাঁপ, ক্রিয়া	ي ع يَوْمٌ ،عَوْمٌ দিন, সাঁতার

প্রশ্নমালা-৪

(১) মাখরাজ অর্থ কি? উহা কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

(২) 'সাধারণ মাখরাজ' ও 'বিশেষ মাখরাজ' সমূহ কতটি ও কি কি?

(৩) মাখরাজ সমূহ মুখের ভিতরের কয়টি স্থান থেকে বের হয়? সেগুলি কি কি?

(৪) নিম্নের হরফগুলি কোনটি কোন 'সাধারণ মাখরাজ'-এর অন্তর্ভুক্ত উদাহরণ সহ বল।-

وي، ء ع، ق ج ط ر ز ض ل، ف م ، مّ

(৫) ض হরফটির মাখরাজ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দাও।

(৬) 'হুরূফে হাল্ক্বী'-র ফার্সী ছন্দটি বল?

(৭) নিম্নের শব্দগুলির মাখরাজের ভিন্নতায় অর্থের পরিবর্তন বল/লেখ।

أَكَلَ، عَقَلَ ـ ثَلَثَ، سَلِسَ ـ ذَكِيٌّ، زَكِيٌّ ـ ضَلْعٌ، دَلْعٌ ـ حَمِدَ، هَمَدَ ـ

(৮) সমুচ্চারিত ও পরিবর্তিত অর্থবোধক ৩ জোড়া হরফ উদাহরণ সহ বল/লেখ।

(৯) নিম্নের শব্দগুলি মাখরাজ ও ছিফাত সহ উচ্চারণ করে পড় :

بِكْرٌ، وِزْرٌ ـ جَمَلٌ، ذَهَبٌ ـ حَلَقَ، هَلَكَ ـ شَهْرٌ، سَحْرٌ ـ ضَالٌّ، دَالٌّ ـ ظَبْيٌ، ذَهَبٌ ـ قَلْبٌ، كَلْبٌ ـ

(১০) পাশের হরফগুলি দ্বারা শব্দ তৈরী করে অর্থ বল : أ ع، ت ط، ذ ز، ح هـ

সবক-৫

দন্ত পরিচিতি (مَعْرِفَةُالْأَسْنَانِ) :

দন্ত সমূহের সাথে মাখরাজ সমূহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। দাঁত ও দন্ততালু সমূহের একেক স্থান হ'তে একেকটি হরফের উচ্চারণ হয়ে থাকে। সেকারণ মানুষের দুই দন্তপাটিতে ৩২টি দাঁতের পরিচিতি জানা আবশ্যক। উপর পাটির দাঁতগুলিকে 'উলভিইয়াহ' (الْعُلْوِيَّةُ) ও নীচের পাটির দাঁতগুলিকে 'সুফলিইয়াহ' (السُّفْلِيَّةُ) বলা হয়। দন্ত সমূহ ৬ ভাগে বিভক্ত।-

(১) ছানায়া (الثَّنَايَا) বা সম্মুখ দাঁত সমূহ : যা উপর-নীচে ২টি করে ৪টি।

(২) রবা'ইয়াত (الرَّبَاعِيَاتُ) বা শক্ত দাঁত সমূহ। অর্থাৎ সম্মুখ দাঁতের পরের দাঁত : যা উপর-নীচে ২টি করে ৪টি।

(৩) আনিয়াব (الْأَنْيَابُ) বা ছেদন দাঁত সমূহ। অর্থাৎ রবা'ইয়াহ দাঁতের পরের দাঁত : যা উপর-নীচে ২টি করে ৪টি।

(৪) যাওয়াহিক (الضَّوَاحِكُ) বা হাস্য দাঁত সমূহ। অর্থাৎ ছেদন দাঁতের পর মাড়ির প্রথম দাঁত : যা উপর-নীচে ২টি করে ৪টি।

(৫) ত্বওয়াহীন (الطَّوَاحِينُ) বা পেষণ দাঁত। অর্থাৎ মাড়ির দাঁত সমূহ : যা উপর-নীচে ৬টি করে ১২টি।

(৬) নাওয়াজিয (النَّوَاجِذُ) বা পরিপক্ক। অর্থাৎ মাড়ির শেষের দাঁত সমূহ : যা উপর-নীচে ২টি করে ৪টি।[৩৫] যাওয়াহিক, ত্বওয়াহীন ও নাওয়াজিয-এর ২০টি দাঁতকে একত্রে 'আযরাস' (الْأَضْرَاسُ) বা পেষণ দন্ত সমূহ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, ৩য় হিজরী সনে সংঘটিত ওহোদ যুদ্ধে শত্রুর নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিকের নীচের 'রবা'ইয়াহ' দাঁতটি ভেঙ্গে যায়।[৩৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুগে যুগে উদ্ভূত মতভেদ সমূহের বিপরীতে তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে 'নাওয়াজিয' অর্থাৎ মাড়ির শেষের দাঁত সমূহ দ্বারা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৭]

---

৩৫. ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ 'হরফ সমূহের মাখরাজ' অনুচ্ছেদ ৪৫ পৃ.।

৩৬. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২০১৬ খৃ. ৩৬০ পৃ.।

৩৭. أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির এবং আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য

প্রশ্নমালা-৫ :

(১) মানুষের মুখের দুই দন্ত পাটিতে কয়টি দাঁত রয়েছে?

(২) উপরের ও নীচের দাঁতগুলিকে আরবীতে কি বলা হয়?

(৩) দাঁত সমূহ কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

(৪) 'ছানায়া'/'ত্বওয়াহীন'/'রবা'ইয়াত' দাঁত সমূহ কয়টি ও কি কি?

(৫) ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন দাঁতটি ভেঙ্গে যায়?

(৬) 'আযরাস' অর্থ কি? এর দ্বারা কোন দাঁতগুলিকে বুঝায়?

(৭) সুন্নাতকে কোন দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

ছিফাত সমূহের পরিচয় (مَعْرِفَةُالصِّفَاتُ) :

ছিফাত (الصِّفَةُ) অর্থ গুণ বা স্বভাব। পারিভাষিক অর্থে হরফের উচ্চারণভঙ্গিকে 'ছিফাত' (Pronunciation) বলে। যা সঠিক না হ'লে ক্বিরাআত সঠিক হয় না। সব ভাষাতেই এটা রয়েছে। যার মাধ্যমে সঠিক আবৃত্তি (Recitation) শেখানো হয়। ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ ছিফাত সমূহের সংখ্যা ১৪, ১৬, ১৭, ৩৪ ও ৪৪ পর্যন্ত বলেছেন। তবে অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য হ'ল ১৭টি। যা দুইভাগে বিভক্ত। ছিফাতে লাযেমাহ ও ছিফাতে 'আরেযাহ। ছিফাতে লাযেমাহ ৫টির বিপরীতে ৫টি মিলে মোট ১০টি। যেমন (১) জাহ্‌র-এর বিপরীত হাম্‌স। (২) শিদ্দাহ-এর বিপরীত রাখাওয়াহ। (৩) ইস্তি'লা-এর বিপরীত ইস্তিফাল। (৪) ইত্বিবাক্ব-এর বিপরীত ইনফিতাহ। (৫) ইছমাত-এর বিপরীত ইযলাক্ব। অতঃপর ছিফাতে 'আরেযাহ ৭টি। যথা : (১) ছফীর (২) ক্বলক্বলা (৩) লীন (৪) ইনহিরাফ (৫) তাকরীর (৬) তাফাশ্‌শী (৭) ইসতিত্বা-লাহ। সর্বমোট ১৭টি। বিস্ত ারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

(ক) ছিফাতে লাযেমাহ (الصِّفَاتُ اللاَّزِمَةُ) অর্থ 'আবশ্যিক গুণ' যা আদায় না হ'লে মাখরাজ পূর্ণভাবে আদায় হয় না। এতে হরফের উচ্চারণে পরিবর্তন আসে। যেমন ص-এর ছিফাতটি

করার অছিয়ত করছি। যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে, সত্বর তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সে অবস্থায় তোমাদের উপর অপরিহার্য হবে আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা এবং তাকে মাড়ির শেষের দাঁত সমূহ দ্বারা কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা' *(আহমাদ হা/১৭১৮৫; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫; ছহীহাহ হা/২৭৩৫)*।

পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় না হ'লে س হয়ে যায়। ض-এর ছিফাতটি পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় না হ'লে د বা ظ হয়ে যায়। যাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

(খ) ছিফাতে 'আরেযাহ (الصِّفَاتُ العَارِضَةُ) অর্থ 'আনুসঙ্গিক গুণ' যা হরফের সাথে বিশেষ অবস্থায় পাওয়া যায়, সর্বাবস্থায় নয়। যে ছিফাত আদায় না করলেও মাখরাজ আদায় হয়ে যায়। এতে হরফের উচ্চারণে পরিবর্তন আসে না; কিন্তু সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যেমন 'র-' পোর-এর স্থলে বারীক পড়া। অর্থাৎ ইযহার, ইখফা, ইক্বলাব, ইদগাম, পোর, বারীক, মাদ্দ, গুন্নাহ যথাযথভাবে আদায় না করা। এই ৮টি ছিফাতই ছিফাতে 'আরেযাহ। যা ৮টি হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা ا ل ر ن م و ء ي তথা يرملون ও اء এই ৮টি হরফের মধ্যে তাজবীদের যেসব ক্বায়েদা পাওয়া যায়, সবগুলিই ছিফাতে 'আরেযাহ-র অন্তর্ভুক্ত।

'ছিফাতে লাযেমাহ' প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। 'ছিফাতে মুতাযা-দ্দাহ' ও 'গায়ের মুতাযা-দ্দাহ' অর্থাৎ পরস্পরে বিরুদ্ধবাদী ও অবিরুদ্ধবাদী। ছিফাতে মুতাযা-দ্দাহ ৫ জোড়ায় মোট ১০টি। যেমন-

(১) الْجَهْرُ (উঁচু আওয়ায)। তার বিপরীত الْـهَمْسُ (ক্ষীণ আওয়ায)। جَهْرٌ-এর হরফ ১৯টি : ا ب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ء ي এবং هَمْسٌ-এর হরফ ১০টি: ف ح ث هـ ش خ ص س ك ت

(২) শিদ্দাহ (الشِّدَّةُ) অর্থ কঠোর হওয়া। যেগুলি উচ্চারণের সময় আওয়ায বন্ধ হয় ও শক্ত হয়। শিদ্দাতের হরফ ৮টি : ا ب ت ج د ط ق ك এগুলির বিপরীত 'রাখাওয়াহ' (الرَّخَاوَةُ) অর্থ নম্রতা। যেগুলি উচ্চারণের সময় আওয়ায জারী থাকে। রাখাওয়াহ-র হরফ ১৬টি। ا ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف و ه ي

(৩) মুস্তা'লিয়াহ (الْمُسْتَعْلِيَةُ)-এর বিপরীত হ'ল মুস্তাফিলাহ (الْمُسْتَفِلَةُ)। ইস্তি'লা (الإِسْتِعْلَاءُ) অর্থ উপরে উঠানো। অতএব হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ বলতে ঐ সব হরফকে বুঝায়, যা উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরের তালুর দিকে ওঠে। মুস্তা'লিয়াহ হরফগুলি সর্বদা 'পোর' হয়ে থাকে। যা মোটা উচ্চারণে পড়তে হয়। এগুলি ৭টি :خ ص ض ط ظ غ ق এগুলির বিপরীত হ'ল হুরূফে মুস্তাফিলাহ। ইস্তিফাল (الإِسْتِفَالُ) অর্থ নিম্নমুখী করা। অতএব হুরূফে মুস্তাফিলাহ বলতে ঐ সব হরফকে বুঝায়, যা উচ্চারণের সময় জিহ্বা নিম্নের দিকে পতিত হয়। যা সর্বদা বারীক হয়ে থাকে। এগুলি চিকন বা পাতলা উচ্চারণে পড়তে হয়। যার সংখ্যা ২২টি :

ا ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ء ي

(৪) ইনত্বিবাক্ব (الْإِنْطِبَاقُ) অর্থ মিলানো। যা উচ্চারণের সময় জিহ্বার অধিকাংশ উপরের তালুর সাথে মিলিত হয়। এর হরফ ৪টি। ص ض ط ظ এগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হ'ল ط, তারপর ض, তারপর ص,

আর সবচেয়ে দুর্বল হ'ল ظ। যার বিপরীত হ'ল ইনফিতাহ (الْإِنْفِتَاحُ) অর্থ পৃথক থাকা। যেগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অধিকাংশ উপরের তালু হ'তে পৃথক থাকে। ইনত্বিবাক্ব-এর হুরূফ ব্যতীত বাকী সবগুলি ইনফিতাহ-র অন্তর্ভুক্ত। غ ও خ হুরূফে মুস্তা'লিয়াহ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণের সময় জিহ্বা হ'তে দূরে থাকার কারণে 'হুরূফে ইনফিতাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(৫) ইছমাত (الْإِصْمَاتُ) অর্থ থামানো। যা উচ্চারণের সময় থেমে বা জমে থাকে। এর হরফ ২৩টি। ا ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ق ك و ه ء ي এগুলি ৪ ও ৫ বর্ণ বিশিষ্ট শব্দ গঠনের সময় সেখানে কোন হরফে ইযলাক্ব প্রবেশে বাধা দেয়। যা সাধারণতঃ অনারব শব্দে এসে থাকে। যেমন عسجد, যা এক প্রকার স্বর্ণের নাম। إسحاق যা একজন নবীর নাম।

ইছমাত-এর বিপরীত হ'ল ইযলাক্ব (الْإِذْلَاقُ) অর্থ পিছলানো। যা উচ্চারণের সময় সহজে বের হয়। এর হরফ ৬টি। ف ر م ن ل ب যাকে এক সাথে فَرَّ مِنْ لُبٍّ (ফার্রা মিন লুব্বিন) বলা হয়। ইছমাত হরফগুলির মাখরাজ কঠিন। সেকারণ আরবরা বাধ্য হয়ে সহজ উচ্চারণের জন্য ইযলাক্ব হরফ ব্যবহার করত।[৩৮]

উপরে বর্ণিত ছিফাতে মুতাযা-দ্দাহ ৫ জোড়ায় ১০টি ছিফাতের বাইরে ৭টি গায়ের মুতাযা-দ্দাহ ছিফাত নিম্নরূপ :

(১) ছফীর (الصَّفِيْرُ) অর্থ পাখির শব্দের ন্যায় আওয়ায। যা দুই ঠোঁট থেকে অতিরিক্ত হিসাবে নির্গত হয়। এর হরফ ৩টি। ص س ز এগুলির মধ্যে ص হাঁসের আওয়াযের ন্যায়, س ফড়িং-এর ঝি ঝি শব্দের ন্যায় এবং ز মৌমাছির গুণগুণ শব্দের ন্যায় আওয়ায করে। এগুলির মধ্যে ইস্তি'লা ও ইনত্বিবাক্ব দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে ص সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

(২) ক্বলক্বলা (الْقَلْقَلَةُ) অর্থ প্রতিধ্বনি। যা সাকিন বা ওয়াক্বফের সময় হয়ে থাকে। এর হরফ ৫টি: ق ط ب ج د (কুৎবেজাদ)। এগুলি উচ্চারণের সময় নরম প্রতিধ্বনি হবে। যেন তা তাশদীদের মত বা অন্য কোন হরফের উচ্চারণের মত না হয়। উক্ত হরফগুলির মধ্যে ق ও ط পোর হবে এবং আওয়ায যবরের দিকে ধাবিত হবে। যেমন قَطْ، حَلَقْ পক্ষান্তরে ب ج د-এর উচ্চারণ বারীক হবে। যার আওয়ায যেরের দিকে ধাবিত হবে। যেমন- لَهَبْ، حَرَجْ، بَلَدْ ক্বলক্বলা হরফগুলির মধ্যে

৩৮. মুহাম্মাদ আছ-ছাদেক্ব ক্বামহাবী, আল-বুরহান ফী তাজবীদিল কুরআন (মিসর : আল-আযহার, 'আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৪২-৪৩ পৃ.; আবু 'আছেম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল ফাত্তাহ আল-ক্বারী, ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাকতাবাতুদ্দার, ৫ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১-৫২ পৃ.।

সবচেয়ে শক্তিশালী উচ্চারণ হয় ق-এর মধ্যে। যেমন- بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ اِسْتَبْرَقٍ অতঃপর ج যেমন- فِي الْعُقَدِ، مِّنْ مَّسَدٍ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، مُنِيبٍ -এর মধ্যে। যেমন- ب ও د অতঃপর। فُرُوْجٍ ، بَهِيجٍ

(ক) সাকিনে ক্বলক্বলার ১০টি উদাহরণ :

اِقْرَاْ، بَطْشَ، حَبْلٌ، زَجْرَةٌ، قَدْحًا، نَقْعًا، لَيَطْغَى، سَبْعًا، يَجْعَلُ، يُدْخِلُ،

(খ) ওয়াক্বফে ক্বলক্বলার ১০টি উদাহরণ :

مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، مُحِيطٌ، اِذَا وَقَبَ، مِنْ حَرَجٍ، فِي الْعُقَدِ، مِنَ الْحَقِّ، بِالْقِسْطِ، قَرِيْبٌ، ذَاتِ الْبُرُوْجِ، لَشَدِيْدٌ

ক্বলক্বলা তিন ধরনের হয়ে থাকে। বড়, মধ্যম ও ছোট।

(গ) ওয়াক্বফের স্থলে যদি তাশদীদ যুক্ত ক্বলক্বলার হরফ আসে, তাহ'লে সেখানে ক্বলক্বলার উচ্চারণ 'বড়' হবে (قَلْقَلَةٌ كُبْرَي)। যেমন الْيَوْمُ الْحَقُّ، فِيْ غَيَبَةِ الْجُبِّ، وَتَبَّ، بِالْحَجِّ، مِنْكَ الْجَدُّ-

(ঘ) ওয়াক্বফের স্থলে যদি সাধারণভাবে ক্বলক্বলার হরফ আসে, তাহ'লে সেখানে ক্বলক্বলার উচ্চারণ 'মধ্যম' হবে (قَلْقَلَةٌ وُسْطَى) । যেমন مِنْ خَلَاقٍ، فَتَلَقَّى، مُحِيطٌ قَرِيْبٌ بَهِيْجٍ فِي الْعُقَدِ

(ঙ) ক্বলক্বলার হরফ যদি বাক্যের মধ্যে আসে, তাহ'লে সেখানে ক্বলক্বলার উচ্চারণ 'ছোট' (قَلْقَلَةٌ صُغْرَي) হবে। যেমন لَنْ يَّقْدِرَ، مِنْ قِطْمِيْرٍ، اِلَى رَبْوَةٍ، فَاجْتَبٰهُ، وَمَآ اَدْرٰكَ-

ক্বলক্বলার সময় ق-ط আসলে হুরূফে মুস্তা'লিয়া হওয়ার কারণে সেটিকে 'পোর' পড়বে। যেমন يَقْذِفُ، نَقْعُ، يَطْمَعُ، نُطْعِمُ বাকী তিনটিতে বারীক পড়বে। যেমন- وَالْاَبْصَارُ، لَمْ يَجْعَلِ ، لَمْ يَكُنْ

(৩) লীন (اللِّيْنُ) অর্থ নরম। এর হরফগুলি নরম ও দীর্ঘ স্বরে উচ্চারিত হয়। এর হরফ ৩টি : او ي এগুলির মধ্যে আলিফ খালি থাকবে। ওয়াও বা ইয়া সাকিনের ডাইনে 'যবর' হ'লে এ দু'টি হরফে 'লীন' হবে এবং তখন এক বা দুই আলিফ টেনে পড়তে হবে। যেমন- خَوْفٌ، نَوْمْ، بَيْتْ

(৪) ইনহিরাফ (الْاِنْحِرَافُ) অর্থ ঝোঁকা। এর হরফ ২টি : ل ও ر এ দু'টি হরফের মধ্যে মাখরাজ ও ছিফাত উভয় দিক দিয়ে কাছাকাছি হরফের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা রয়েছে। যেমন ر-এর মধ্যে ل ও ي-এর মাখরাজের দিকে ঝোঁক রয়েছে। যেমন- الرَّحْمٰنُ

(৫) তাকরীর (التَّكْرِيْرُ) অর্থ বারবার হওয়া। এর হরফ ১টি : ر যা উচ্চারণের সময় জিহ্বার মাথা বারবার কেঁপে ওঠে। তাতে কয়েকটি ر উচ্চারিত হওয়ার আশংকা থাকে। যা থেকে সাবধান থাকতে হয়। যেমন- اَيْنَ الْمَفَرُّ، الْمُسْتَقَرُّ، الْاَنْهٰرُ، بِحَارٌ، فِي الْجَارِ

(৬) তাফাশশী (التَّفَشِّيُ) অর্থ শা শা শব্দ হওয়া। এর হরফ ১টি : ش যাকে 'হরফে মুতাফাশশী' বলে। যা উচ্চারণের সময় মুশাদ্দাদ হওয়ার ভয় থাকে। যা থেকে সাবধান থাকতে হয়।

যেমন- غَوَاشٍ، عَلَى الْعَرْشِ

(৭) ইসতিত্বা-লাহ (الإِسْتِطَالَةُ) অর্থ দীর্ঘ করা। এর হরফ ১টি : ض যা উচ্চারণের সময় মাখরাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়ায বহাল রাখতে হয়। একে 'হরফে মুস্তাত্বীল' বলা হয়। যেমন- ضَآلًّا، فَضْلًا، قَضٰى

উপরের হরফ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হরফ (أَقْوَي الْحُرُوْفِ) হ'ল ط (ত্ব-)। কেননা এর মধ্যে ৬টি শক্তিশালী ছিফাত জমা হয়েছে এবং এর মধ্যে কোন দুর্বল ছিফাত নেই। পক্ষান্তরে সবচেয়ে দুর্বল হরফ (أَضْعَفُ الْحُرُوْفِ) হ'ল ف (ফা)। কারণ এর মধ্যে ৫টি দুর্বল ছিফাত জমা হয়েছে এবং একটিও শক্তিশালী ছিফাত নেই।[৩৯]

বি:দ্র: শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ মাখরাজ ও ছিফাতের উচ্চারণ সঠিকভাবে করবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা তা অনুসরণ করবে। কেননা বই যত সহজভাবেই লেখা হৌক না কেন শিক্ষকের উচ্চারণ সঠিক হ'লেই কেবল শিক্ষার্থীর উচ্চারণ সঠিক হবে। নইলে শৈশবের ভুল আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। যার জন্য দায়ী হবেন মূলতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

প্রশ্নমালা-৬

(১) ছিফাত-এর সংজ্ঞা দাও?

(২) ছিফাত কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

(৩) ছিফাতে লাযেমাহ অর্থ কি? উহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৪) ছিফাতে 'আরেযাহ অর্থ কি? উহার ছিফাত কয়টি ও কি কি?

(৫) ছিফাতে লাযেমাহ্-র কতটি জোড়া এবং সেগুলি কি কি?

(৬) ছিফাতে 'আরেযাহ কয়টি ও কি কি?

(৭) 'শিদ্দাহ' ও 'রাখাওয়াহ' অর্থ কি? এগুলির হরফ কয়টি ও কি কি?

(৮) قَضٰى، اَيْنَ الْمَفَرُّ، غَوَاشٍ، لَمْ يَكُنْ، نُطْعِمُ، وَمَآ اَدْرٰكَ، قَرِيْبٌ، وَتَبَّ، اِقْرَاْ، بَطْشَ، الرَّحْمٰنُ শব্দগুলি কোনটি কোন ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত?

---

৩৯. ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ ৪৮-৫৬।

১. ক্বিরাআতের স্তর সমূহ (مَرَاتِبُ الْقِرَاءَةِ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত ছিল সর্বোচ্চ স্তরের। ছাহাবীগণ যা অনুকরণ করতেন। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত ছিল টেনে টেনে পড়া। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়লেন। সেখানে প্রথমে 'বিসমিল্লা-হ' টেনে পড়লেন। এরপর 'আররহমা-ন' টেনে পড়লেন। অতঃপর 'আররহী-ম' টেনে পড়লেন'।[৪০] হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেটে কেটে পড়তেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আ-লামীন' বলে থামতেন। অতঃপর 'আররহমা-নির রহী-ম' বলে থামতেন'।[৪১]

(১) ক্বিরাআতের স্তর বা নিয়ম সমূহ ৪টি : তারতীল, তাহক্বীক্ব, হাদ্‌র ও তাদভীর।[৪২]

(ক) 'তারতীল' (التَّرْتِيْلُ) অর্থ প্রতিটি হরফ ধীরগতিতে সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে পড়া। ছালাতে ক্বিরাআতের সময় এটি অবশ্য পালনীয়। তাহক্বীক্ব (التَّحْقِيْقُ) অর্থ বিশেষ স্থিরতার মাধ্যমে তেলাওয়াত করা। এটি তারতীলের চাইতে কিছুটা বেশী। যা সাধারণতঃ তা'লীমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যখন শিক্ষার্থীকে একটি হরফ টেনে টেনে বারবার মাশ্‌ক্বের মাধ্যমে শিখানো হয়।

'হাদ্‌র' (الْحَدْرُ) অর্থ দ্রুতগতিতে পড়া। 'তাদভীর' (التَّدْوِيْرُ) অর্থ গোল করা বা ঘুরানো। অর্থাৎ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সঠিক উচ্চারণে তেলাওয়াত করা। যা তারতীল ও হাদ্‌র-এর মধ্যবর্তী গতিতে সম্পন্ন হয়। একে তাওয়াসসুত্বও (التَّوَسُّطُ) বলা হয়। প্রতিটি পাঠেই সঠিক উচ্চারণ ও মাখরাজ ঠিক রাখা যরূরী।

২. ক্বিরাআতে বাড়াবাড়ি নয় (لَاغَلْوَ فِي الْقِرَاءَةِ) :

ক্বিরাআতে ভান করা যাবেনা এবং বাড়াবাড়ি করা যাবেনা। বরং সাধ্যমত সঠিকভাবে তেলাওয়াত করতে হবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার লাভের আকাংখা থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আরব ও অনারব উভয় ব্যক্তিদের মজলিসে তেলাওয়াত শুনছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পাঠ কর। সবটাই সুন্দর। মনে রেখ সত্বর একদল লোক আসবে, যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা দুনিয়াতেই দ্রুত ফল চাইবে, আখেরাতের অপেক্ষা করবে না'।[৪৩] অর্থাৎ লোক দেখানো ও শুনানোই সেখানে মুখ্য হবে। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, সর্বোত্তম ক্বারী কে? তিনি বললেন, যার তেলাওয়াত শুনে তোমার

৪০. বুখারী হা/৫০৪৬; মিশকাত হা/২১৯১ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।
৪১. তিরমিযী হা/২৯২৭; মিশকাত হা/২২০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫০০০।
৪২. মুহাম্মাদ ছাদেক্ব ক্বামহাভী, আল-বুরহান ফী তাজভীদিল কুরআন, ১ম সংস্করণ (বৈরূত; ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) পৃ. ১১।
৪৩. আবুদাঊদ হা/৮৩০; মিশকাত হা/২২০৬।

কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করছে’।[৪৪] অতএব মাখরাজ ও ছিফাত-এর দিকে অধিক নযর দিতে গিয়ে যেন রিয়া ও শ্রুতি চলে না আসে এবং ক্বিরাআতের সৌন্দর্য বিনষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় কুরআন শিখানোর নামে যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শহরে ও গ্রামে চলছে, তা থেকে সাবধান!

৩. ক্বিরাআত ও অনুধাবন (الْقِرَاءَةُ والتَّدَبُّرُ) :

পূর্ণ অনুধাবন সহ নিজস্ব সুন্দর কণ্ঠের মাধ্যমে ক্বিরাআত করা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর’।[৪৫] একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি সূরা হুজুরাত হ’তে নাস পর্যন্ত মুফাছছালের সূরাগুলি এক রাক‘আতে পাঠ করি। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, তুমি তো কবিতা পাঠের মত অথবা গাছ থেকে শুকনো খেজুর পতিত হওয়ার মত (দ্রুত) তেলাওয়াত করেছ। অথচ রাসূল (ছাঃ) এরূপ করতেন না’ *(আহমাদ হা/৩৯৬৮, সনদ ছহীহ)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর। তার মাধ্যমে হৃদয়গুলিকে আন্দোলিত কর। আর সূরা শেষ করাই যেন তোমাদের কারো প্রধান লক্ষ্য না হয়’।[৪৬] এর দ্বারা কুরআন অনুধাবন করে পাঠ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতএব রামাযানে খতম তারাবীহ পড়তে আগ্রহীগণ সাবধান হৌন! তবে ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআতের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে অধিক অনুধাবনের ফলে ক্বিরাআতে ও ছালাতে ভুল না হয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন, সফলকাম মুমিন তারাই...যারা তাদের ছালাতের প্রতি যত্নবান থাকে’ (মুমিনুন ২৩/১,৯; মা‘আরেজ ৭০/৩৪)।

৪. ক্বিরাআতের আদব সমূহ (آدَابُ الْقِرَاءَةِ) :

(১) রুকূ হিসাবে বড় ছোট বুঝে তেলাওয়াত করা। **(২)** ক্বিরাআতের সময় শ্বাস ফুরিয়ে গেলে থামা। কিন্তু কোন শব্দের আধাআধি স্থানে থামা উচিৎ নয়। যেমন ক্বালূ (**قَالُوْا**)-এর মাঝখানে ‘ক্বাল’ বলে থামা। অতঃপর পুনরায় ‘ক্বালূ’ বলে শুরু করা। **(৩)** পূর্বের আয়াতাংশের সাথে পুনরায় যোগ করে পড়া সর্বাবস্থায় আবশ্যিক নয়। ওয়াক্বফে মুৎলাক্ব হ’লে থামতে হবে। কিন্তু পরের শ্বাসে সেটাকে পুনরায় মিলিয়ে পড়া আবশ্যক নয়। এতে একটি আয়াত ভাগ ভাগ করে পড়তে অযথা দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। **(৪)** আয়াতের প্রসঙ্গ বুঝে যথাস্থানে তেলাওয়াত শুরু ও শেষ করা কর্তব্য। কেবল পৃষ্ঠা হিসাব করে নয়। উদাহরণ স্বরূপ সূরা বাক্বারাহ ৪ আয়াতে পৃষ্ঠা শেষ। কিন্তু ৫ আয়াতে প্রসঙ্গ শেষ। অতএব ৫ আয়াতেই তেলাওয়াত শেষ করা। অমনিভাবে ১৫ আয়াতে পৃষ্ঠা শেষ। কিন্তু ১৬

৪৪. দারেমী হা/৩৪৮৯; মিশকাত হা/২২০৯; হাদীছ ছহীহ, আলবানী, ছিফাতু ছলাতিন নবী (রিয়াদ : মাকতাবা মা‘আরেফ, ১ম সংস্করণ ১৪২৭ হি./২০০৬ খৃ.) ২/৫৭৫ টীকা-১।

৪৫. زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ আবুদাঊদ হা/১৪৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪২; মিশকাত হা/২১৯৯।

৪৬. اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ বায়হাক্বী শো‘আব হা/১৮৮৪। সনদ ছহীহ; তাহকীক : সুনান সাঈদ বিন মানছূর হা/১৪৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আয়াতে প্রসঙ্গ শেষ। অতএব সেখানেই তেলাওয়াত শেষ করা উচিত। **(৫)** সিজদার আয়াতের পূর্বে অথবা সিজদা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটি আয়াত পাঠ করে রুকূতে যাওয়া উচিত। যেমন সূরা 'আলাক্বের শেষ আয়াতে সিজদা রয়েছে। অতএব সিজদা থেকে উঠে নীরবে বিসমিল্লাহ বলে সরবে সূরা ইখলাছ পাঠ করবে। অতঃপর রুকুতে যাবে। **(৬)** প্রতি জুম'আর দিন **(ক)** ফজরের ছালাতে **১ম** রাক'আতে সূরা সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরা দাহ্‌র পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু পুরা পড়ার সময় না পেলে **১ম** রাক'আতে ২২ আয়াতে (اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ۝) শেষ করা যায়। কেননা ২৩ আয়াত থেকে প্রসঙ্গ পৃথক। অনুরূপভাবে সূরা দাহ্‌র ২২ আয়াতে (وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا۝) শেষ করা যায়। কেননা ২৩ আয়াত থেকে প্রসঙ্গ পৃথক। **(খ)** জুম'আর ছালাতের **১ম** রাক'আতে পঠিতব্য সূরা আ'লা ১৪ আয়াত (قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى۝) থেকে এবং সূরা গাশিয়াহ ১৭ আয়াত (اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى) থেকে প্রসঙ্গ পৃথক। **(গ)** সূরা মুরসালাত ২৯ আয়াত (اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى) থেকে এবং সূরা নাবা ৩১ আয়াত (اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا۝) থেকে প্রসঙ্গ পৃথক। **(ঘ)** সূরা নাযে'আত ২৭ আয়াত (ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا) থেকে প্রসঙ্গ পৃথক। কিন্তু এই আয়াতের মধ্যে আমিসসামা' (اَمِ السَّمَآءُ ط) শব্দের পর ওয়াক্বফে মুৎলাকের কারণে থামতে হবে। আবার পরের শব্দ 'বানা-হা' (بَنٰهَا۝) বলে আয়াতের শেষে থামতে হবে। পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলানো যাবে না। অমনিভাবে সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪ আয়াতে اِدْفَعْ بِالَّتِيْ থেকে পুনরায় শুরু করতে হবে। পূর্বের শব্দ وَلَا السَّيِّئَةُ ط -এর সাথে মিলানো যাবে না। তাতে অর্থের ব্যত্যয় ঘটবে। তাছাড়া اِدْفَعْ -এর প্রথমে হামযা ক্বাৎ'ঈ রয়েছে, যা পড়তেই হবে। পূর্বের হরফের সাথে মিলাতে গিয়ে বিলুপ্ত করা যাবে না। **(ঙ)** اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ ۨالْوَصِيَّةُ (বাক্বারাহ ১৮০)-তে خَيْرًا বলে থামা ও নূনে কুৎনী বাদ দিয়ে পুনরায় اَلْوَصِيَّةُ থেকে শুরু করা। (চ) বিভিন্ন সূরায় জান্নাত ও জাহান্নাম এবং বিভিন্ন নবী সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। সেখানে আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা আবশ্যক। **(৭)** হাফেয ও ক্বারী ছাহেবদের উচিত কুরআন পাঠের সাথে সাথে তার অর্থ অনুধাবন করা। বিশেষ করে যেসব সূরা ও আয়াতসমূহ তাঁরা ইমামতির সময় প্রায়ই তেলাওয়াত করেন, সেগুলির তাফসীর আগেই জেনে নেয়া উচিত।

৫. টেনে পড়ার আদব (آدَابُ الْمَدِّ) :

আয়াত শেষে ওয়াক্বফের সময় সাধারণতঃ এক আলিফ বা দু'আলিফ টেনে পড়তে হয়। অনুরূপভাবে মাদ্দে মুনফাছিলের সময় তিন আলিফ ও মাদ্দে মুত্তাছিলের সময় চার আলিফ টানতে হয়। প্রতিটি আলিফ হ'ল এক শ্বাসের সমান। প্রতিটি টান তিন রকম ক্বিরাআতে তিন রকম হবে সমান্তরাল ভাবে। যেমন হাদারের সময় হাদার অনুযায়ী, তারতীলের সময় তারতীল অনুযায়ী। যদি হাদারের ক্বিরাআতে কোন কোন হরফে তারতীলের মত লম্বা টান দেওয়া হয়, তবে সেটি ভুল হবে। অনুরূপভাবে চার আলিফ, তিন আলিফ টানার সময় বা আয়াত শেষে ওয়াক্বফের সময় এমন বেশী

Contents

টানা যাবে না, যা শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করে। একটি সূরায় প্রতি আয়াতের শেষে ওয়াক্বফের সময় একই নিয়মে টানা আবশ্যক।

৬. মাখরাজসমূহ উচ্চারণের আদব (آدَابُ تَلَفُّظِ الْمَخَارِجِ) :

সহজ ও নরমভাবে মাখরাজ উচ্চারণ করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ (১) ছোট হা, বড় ক্বাফ বা অনুরূপ ক্বলক্বলা হরফ উচ্চারণের সময় বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যেমন فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ، فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ، مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، بِغَيْرِالْحَقِّ، بِالْهَزْلِ، أَمْهِلْهُمْ ، বলে থামার সময় ক্বলক্বলা করতে গিয়ে এমন যোরে ছোট হা ও বড় ক্বাফ সাকিন উচ্চারণ করা যাবে না, যা শ্রুতিকটু হয়। (২) অমনিভাবে وَلَا الضَّآلِّيْنَ এমনভাবে টানা যাবে না, যা চার আলিফ ছাড়িয়ে বহু আলিফে পরিণত হয়। (৩) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا (বাক্বারাহ ১০) আয়াতে مَّرَضٌ-এর 'র' পোর পড়তে গিয়ে مَّرْضٌ সাকিন পড়া যাবে না। (৪) নূনে মুশাদ্দাদে ওয়াক্বফ করার সময় নূন সাকিন নয় বরং দুর্বল ও নরম শ্বাসে মূল হরকতটি উচ্চারণ করবে। যেমন- لَهُنَّ، كَيْدِكُنَّ، لَتَرْكَبُنَّ প্রভৃতি শব্দের শেষে সাকিন করে لَهُنْ، لَتَرْكَبُنْ، كَيْدِكُنْ বলে না থেমে বরং 'রওম' করে নরম স্বরে 'নূন মুশাদ্দাদ' উচ্চারণ করা। (৫) كَمْ لَبِثْتَ এর শেষে সাকিন দিয়ে كَمْ لَبِثْتْ পড়া যাবে না। কারণ ওয়াক্বফের জন্য ক্রিয়া পদের শেষে এ'রাব পরিবর্তন করা ঠিক নয়। তাতে অর্থের পরিবর্তন হয়। (৬) ك উচ্চারণের সময় 'খ' এবং ت উচ্চারণের সময় 'থ' বলা যাবে না। যেমন أَكْبَرُ-কে 'আখবার' خَلَتْ-কে 'খালাথ' বলা। (৭) ر পোর উচ্চারণ করতে গিয়ে পূর্ণভাবে পেশ পড়া। যেমন أَكْبَرُ-কে 'আকবরু' পড়া ইত্যাদি। (৮) মাদ্দ ও গুন্নাহ্‌র দিকে অধিক খেয়াল করতে গিয়ে ক্বিরাআতের সৌন্দর্য বিনষ্ট করা ঠিক নয়। বরং 'ওয়াজিব গুন্নাহ' ও 'ইখফা-র গুন্নাহ' সহ ক্বিরাআতের আবশ্যিক নিয়মসমূহ ঠিক রেখে সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমার যবান দিয়ে আল্লাহ তার কালাম বের করে নিচ্ছেন। অতএব তাকে যথাসম্ভব সুন্দরভাবে এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পেশ করতে হবে। যেন অসুন্দর তেলাওয়াতের কারণে কেউ খোদ কুরআনের প্রতি অন্যায় মন্তব্য না করে বসে।

প্রশ্নমালা-৭

(১) ক্বিরাআতের নিয়ম কয়টি ও কি কি?
(২) তারতীল/তাহক্বীক্ব/হাদর/তাদভীর -এর ব্যাখ্যা দাও।
(৩) ক্বিরাআতে বাড়াবাড়ির বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
(৪) ক্বিরাআতের আদব সমূহের যেকোন ৩টি বল।
(৫) টেনে পড়ার সাধারণ আদব কি?
(৬) মাখরাজ উচ্চারণের আদব সমূহের যেকান ২টি বর্ণনা কর।

সবক-৮

ওয়াক্বফ (الْوَقْفُ وَالْإِبْتِدَاءُ) :

কুরআন তেলাওয়াতের শুরু এবং বিরতি দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে শুরু করতে হবে এবং কিভাবে ক্বিরাআত শেষে থামতে হবে ও পুনরায় শুরু করতে হবে, তার সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। ওয়াক্বফ অর্থ বিরতি। যা ৩ প্রকার। ওয়াক্বফ, সাকতা ও ক্বাৎ'আ। ওয়াক্বফ (الْوَقْفُ) অর্থ শ্বাস ছেড়ে পূর্ণ বিরতি। সাকতা (السَّكْتَةُ) অর্থ শ্বাস রেখে সাময়িক বিরতি। ক্বাৎ'আ (الْقَطْعُ) অর্থ ক্বিরা'আত থেকে পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আয়াতের শুরু থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি করা উচিৎ নয়। কিন্তু ওয়াক্বফ প্রয়োজনে আয়াতের মাঝখানেও করা যায়। যদিও তা শেষে করা উত্তম। ওয়াক্বফের পরে আঊযুবিল্লাহ দিয়ে শুরু করা ওয়াজিব নয়। যদি না ক্বিরাআত ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয়। অনেকে ওয়াক্বফ ও ক্বাৎ'আকে একই অর্থে ব্যবহার করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতিহার প্রতি আয়াতের শেষে ওয়াক্বফ করতেন'।[৪৭] জনৈক বক্তা রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَي পড়লে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ؟ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ 'কতই না মন্দ বক্তা তুমি! বল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, সে পথভ্রষ্ট হয়'।[৪৮] তাঁর রাগের কারণ ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে পৃথকভাবে না বলে একত্রে يَعْصِهِمَا (উভয়ের অবাধ্যতা করে) বলা এবং সেখানে ওয়াক্বফ করা। এটি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পৃথক মর্যাদা না বুঝা এবং উভয়কে সমানভাবে উল্লেখ করার অন্যায়।[৪৯] অতএব যথাস্থানে থামা ও যথা নিয়মে কুরআন পাঠ করা অপরিহার্য। নিয়ম ভঙ্গ করাটা অন্যায়।

বাংলা ভাষায় যেমন দাড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি রয়েছে এবং আবৃত্তির সময় সেগুলি মেনে চলতে হয়। আরবীতেও তেমনি রয়েছে। যেগুলি মেনে চললে আরবী পঠন ও পাঠন সুন্দর ও অর্থবহ হয়।

(১) ওয়াক্বফের গুরুত্ব (أَهَمِّيَّةُ الْوَقْفِ) :

কুরআন পাঠে যথাস্থানে ওয়াক্বফ করা অত্যন্ত যরূরী। নইলে বাক্যের অর্থ ও মর্ম পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা জীবনের দীর্ঘ সময় অতিক্রম করলাম।

---

৪৭. হাকেম হা/২৯১০; আহমাদ হা/২৬৬২৫; তিরমিযী হা/২৯২৭; মিশকাত হা/২২০৫।

৪৮. মুসলিম হা/৮৭০; নাসাঈ হা/৩২৭৯; আবুদাঊদ হা/১০৯৯।

৪৯. যারা মসজিদে ও গাড়ীর মাথায় ডানে 'আল্লাহ' ও বামে 'মুহাম্মাদ' লিখেন বা বরকত মনে করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখেন, তারা বিষয়টি ভেবে দেখুন। কেননা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ টাঙ্গিয়ে রাখার বিষয় নয়, বরং হৃদয়েয়ের বিষয়। অতএব হে মুসলিম! রিয়া ও শ্রুতির শিরক হ'তে বেঁচে থাকুন।

আমাদের অনেকে কুরআন জানার পূর্বেই ঈমান এনেছে। এ সময় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়মিতভাবে সূরা সমূহ নাযিল হয়েছে। অতঃপর সে তার হারাম-হালাল ও আদেশ-নিষেধ সমূহ শিখেছে এবং কোথায় ওয়াক্বফ করা উচিৎ সেগুলি জেনেছে। কিন্তু এখন আমি অনেককে দেখছি যে, তারা যাদের নিকট ঈমান আনার আগেই কুরআন আনা হয়েছে। অতঃপর সে সূরা ফাতিহা থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করছে। অথচ সে জানেনা আল্লাহ্র নির্দেশ কি ও নিষেধ কি এবং কোথায় তার ওয়াক্বফ করা উচিৎ? সে কুরআনকে ছড়িয়ে দিচ্ছে শুকনা বাদ পড়া খেজুর সমূহের ন্যায়'।[৫০] একই ধরনের বক্তব্য এসেছে খ্যাতনামা ছাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে।[৫১] এছাড়া তাজবীদের কিতাবসমূহে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, اَلتَّرْتِيْلُ تَجْوِيْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوْفِ 'তারতীল' অর্থ হ'ল, হরফ সমূহ উত্তমভাবে পাঠ করা এবং ওয়াক্বফ সমূহ জানা'।[৫২]

(২) ওয়াক্বফের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْوَقْفِ) :

শব্দগত, মর্মগত ও পূর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনায় বিদ্বানগণ ওয়াক্বফকে মৌলিকভাবে চারভাগে ভাগ করেছেন। ওয়াক্বফে তাম, কাফী, হাসান ও ক্বীহ।

(ক) ওয়াক্বফে তাম (اَلْوَقْفُ التَّامُ) অর্থ পূর্ণ বিরতি। যেখানে উপরোক্ত তিনটি বিষয় পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। যেমন وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (বাক্বারাহ ৫)। কারণ এটি মুমিনদের সম্পর্কে বক্তব্যের শেষ। এর পরেই হ'ল কাফেরদের নতুন প্রসঙ্গ। একইভাবে সূরা ফাতিহায় مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ও وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর শেষে ওয়াক্বফে তাম বা পূর্ণ বিরতি হবে। কারণ এর পরেই আসছে বান্দার হেদায়াত প্রার্থনার প্রসঙ্গ।

(খ) ওয়াক্বফে কাফী (اَلْوَقْفُ الْكَافِيْ) অর্থ যথেষ্ট বিরতি। যেখানে উক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটি পাওয়া যায়। যেমন فِي قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (বাক্বারাহ ১০)। এখানে مَرَضًا শব্দের শেষে ওয়াক্বফে কাফী। কেননা পরবর্তী বাক্যের সাথে বাক্যগত মিল নেই। কিন্তু সম্পর্কের মিল রয়েছে। যেখানে প্রথম বাক্যে মুনাফিকদের অবস্থা এবং শেষের বাক্যে তাদের পরকালীন পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে সূরা নমল ৩৪ আয়াতের وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ এখানে أَذِلَّةً শব্দের শেষে থামাটা হ'ল ওয়াক্বফে কাফী। কারণ এখানে পরবর্তী বাক্যের সাথে শব্দগত মিল না থাকলেও প্রসঙ্গের মিল রয়েছে। যা দ্বারা আল্লাহ পূর্ববর্তী বক্তব্যের সত্যায়ন করেছেন।

---

৫০. হাকেম হা/১০১; বায়হাক্বী ৩/১২০, হা/৫৪৯৬।

৫১. إِنَّا قَوْمٌ أُوتِينَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نُؤْتَى الْقُرْآنَ. وَإِنَّكُمْ قَوْمٌ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُؤْتُوا الإِيمَانَ. বায়হাক্বী ৩/১২০, হা/৫৪৯৭।

৫২. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হি.), আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন (মিসর : ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.) ১/২৮২।

(গ) ওয়াক্বফে হাসান (اَلْوَقْفُ الْحَسَنُ) অর্থ সুন্দর বিরতি। যেখানে প্রথম বাক্যটি যথেষ্ট হ'লেও দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটি ছাড়া পূর্ণতা পায় না। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে থামা যাবে এবং এটি সুন্দর। কিন্তু পরবর্তী বাক্যের 'রব' শব্দটি পূর্ববর্তী 'আল্লাহ' শব্দের বিশেষণ হওয়ায় উভয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়। অতএব পুনরায় পড়তে হ'লে 'আলহামদু' থেকেই শুরু করতে হবে। অমনিভাবে সূরা মুমতাহিনাহ ১ম আয়াতে يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ এখানে الرَّسُولَ-এর পরে থামা যাবে। কিন্তু পরের বাক্য وَإِيَّاكُمْ... দিয়ে শুরু করা সুন্দর হবে না। বরং সেটা অন্যায় হবে। কেননা তাতে মর্ম বিনষ্ট হবে। অতএব يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ থেকে পুনরায় শুরু করতে হবে।

(ঘ) ওয়াক্বফে ক্বাবীহ (اَلْوَقْفُ الْقَبِيْحُ) অর্থ মন্দ ওয়াক্বফ। যেখানে শব্দগত, মর্মগত ও পূর্বাপর সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে মিল থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্বফ করা হয়। যেটা হবে অত্যন্ত মন্দ। যেমন **(ক)** إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জা করেন না' (বাক্বারাহ ২৬) বলে বিরতি দেওয়া। অমনিভাবে لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ 'তোমরা ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না' (বাক্বারাহ ৪৩) বলে থামা। এছাড়া **(খ)** আয়াতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে বাকী অংশ দিয়ে শুরু করা। যেমন عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ 'ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র'... এবং الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ 'মসীহ ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র'... (তওবা ৩০)। إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ... 'আল্লাহ তিন উপাস্যের একজন' (মায়েদাহ ৭৩)। অমনিভাবে **(গ)** ক্রিয়া, কর্তা ও কর্মের মধ্যে ওয়াক্বফ করা; إِنَّ ও তার ইসম ও খবরের মধ্যে, হাল ও যুল-হালের মধ্যে, মওছূল ও ছিলাহ্‌র মধ্যে, জার-মাজরূর ও তাদের মুতা'আল্লিক্বের মধ্যে ওয়াক্বফ করা ওয়াক্বফে ক্বাবীহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত **(ঘ)** কোন কোন সময় কোন কোন স্থানে বাক্যের মধ্যে ওয়াক্বফ করা আবশ্যিক হয়ে যায় এবং মিলানো মন্দ সাব্যস্ত হয়। যেমন فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ (ক্বামার ৬)। এখানে عَنْهُمْ-এর পরে ওয়াক্বফ করা অপরিহার্য। সেকারণ এখানে ওয়াক্বফে লাযেম-এর চিহ্ন (ۘ) দেওয়া রয়েছে। কেননা পরবর্তী শব্দ يَوْمَ-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বাক্যের অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে। একইভাবে إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ (আন'আম ৩৬)। এখানে يَسْمَعُونَ-এর পরে ওয়াক্বফ করা অপরিহার্য। এখানে ওয়াক্বফে মুৎলাক-এর চিহ্ন (ط) দেওয়া রয়েছে। কেননা পরবর্তী শব্দ وَالْمَوْتَىٰ-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বাক্যের অর্থ বিনষ্ট হবে। কারণ তখন জীবিত ও মৃত উভয়ে সত্য কবুল করা অর্থ হবে। যা একেবারেই বিপরীত অর্থ। এমনিভাবে **(ঙ)** ব্যাখ্যাগত, ক্বিরাআতগত ও এ'রাবগত মতভেদের কারণে বিভিন্ন স্থানে ওয়াক্বফ হয়ে থাকে। যা কখনো অপরিহার্য হয় এবং কখনো মন্দ হয়।

(৩) ওয়াক্বফের পদ্ধতি সমূহ (أَسَالِيْبُ الْوَقْفِ) :

ওয়াক্বফ তিনভাবে করা যায়। ইসকান, ইশমাম ও রওম। (১) ইসকান (اَلْإِسْكَانُ) হ'ল শব্দের শেষে পুরাপুরি সাকিন করা। যেখানে রওম ও ইশমাম কিছুই থাকবে না। (২) ইশমাম (اَلْإِشْمَامُ) হ'ল শেষের হরফটিকে দুই ঠোঁট সামান্য গোল করে উচ্চারণ করা। এটি স্রেফ পেশযুক্ত হরফে হয়ে থাকে। যেমন نَسْتَعِيْنُ، مِنْ قَبْلُ। (৩) রওম (اَلرَّوْمُ) হ'ল যের বা পেশযুক্ত ওয়াক্বফ হরফকে নরম ও দুর্বলতম শ্বাসে উচ্চারণ করা। যেমন الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

ওয়াক্বফের সময় শেষ হরফের হরকতের প্রতি খেয়াল করা কর্তব্য। যেন নরম শ্বাসে সেটি বুঝা যায়। যেমন (ক) যেসব শব্দের শেষে নূনে মুশাদ্দাদ বা যেরযুক্ত নূন আছে, সেখানে থামতে চাইলে নূন সাকিন পড়লেও সেখানে নরম শ্বাসে মূল হরকতের উচ্চারণ থাকতে হবে। যাতে বুঝা যায় যে সেখানে হরকতটি কি ছিল। যেমন عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ *(নূর ২৪/৩১)*, وَمَنِ اتَّبَعَنِ *(আলে ইমরান ৩/২০)* প্রভৃতি স্থানে। (খ) 'ওয়াল ফাৎহ' (وَالْفَتْحُ) ওয়াক্বফ করার সময় 'ওয়াল ফাৎহো' বলবে, ফাৎহে নয়। অমনিভাবে خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ... فَاسْلُكُوْهُ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৩০-৩২)*, مِنْ اَخِيْهِ... وَبَنِيْهِ *('আবাসা ৮০/৩৪-৩৬)*। আয়াত সমূহের শেষে ওয়াক্বফের সময় পুরাপুরি সাকিন না পড়ে নরম শ্বাসে মূল হরকতটি রওমের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৪) সাকতা (اَلسَّكْتَةُ) :

সাকতা অর্থ, শ্বাস রেখে সাময়িক বিরতি। কুরআনে চারটি স্থান রয়েছে, যেখানে সাকতা করা ওয়াজিব। এসব স্থানে আয়াতের মাঝে ছোট করে সাক্তা (سكتة) লেখা রয়েছে। যেখানে থামতে হয়, কিন্তু ওয়াক্বফ করতে হয় না। বরং সামান্য থেমে নিঃশ্বাস বজায় রেখে সামনে পড়ে যেতে হয়। সেখানে নূন বা তানভীনের পরে ইদগামের হরফ থাকলেও ইদগাম করা যাবে না। উক্ত স্থানগুলি হ'ল: (ক) مِنْ مَّرْقَدِنَا ؎ هٰذَا *(ইয়াসীন ৩৬/৫২)*। এখানে مَّرْقَدِنَا -এর পর কিছুটা থেমে শ্বাস বজায় রেখে সামনে পড়ে যেতে হবে। (খ) عِوَجًا ؎ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ *(কাহফ ১৮/১-২)*। এখানে عِوَجًا-এর শেষে তানভীনের বদলে এক আলিফ পড়ে সাকতা করে সামনে চলে যেতে হবে। (গ) وَقِيْلَ مَنْ ؎ رَاقٍ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৭)*। (ঘ) كَلَّا بَلْ ؎ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*।

এছাড়া আরও ৪টি স্থানে 'সাকতা' করা জায়েয। যেমন (১) সূরা আ'রাফ ২৩ আয়াতের মাঝে رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (২) আ'রাফ ১৮৪ আয়াতের শুরুতে اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا (৩) সূরা ইউসুফ ২৯ আয়াতের

শুরুতে يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا (৪) ক্বাছাছ ২৩ আয়াতের মাঝে حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ-এর উপরে। এগুলি ব্যতীত সূরা ফাতেহা সহ অন্য কোথাও ‘সাকতা’ করার নিয়ম নেই।[৫৩]

(৫) ওয়াক্বফের বিস্তারিত নিয়মসমূহ :

(১) ওয়াক্বফের চিহ্ন থাকলে বা যেকোন ওয়াক্বফের সময় সেখানে সাকিন করে থামতে হয়। যদি বাক্যের শেষ হরফ হরকতযুক্ত হয়, তবে সেটি তিনভাবে ওয়াক্বফ করা যায়। (ক) সেটাকে সাকিন পড়া। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ। (খ) শেষ হরফে পেশ হ’লে দুই ঠোঁট গোল করে হালকা ও নরম স্বরে সেটি প্রকাশ করা। এটিকে ‘ইশমাম’ বলে। যেমন- هُوَ الْاَبْتَرُ ۚ وَالْفَتْحُ ۙ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ। অনুরূপভাবে لَا تَأْمَنَّا *(ইউসুফ ১১)*-তে ‘নূন’ ‘ইশমাম’ করে পড়তে হবে। কেননা এটি আসলে ছিল لَا تَأْمَنُنَا *(আপনার কি হ’ল যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের প্রতি নিশ্চিন্ত হ’তে পারছেন না?)*। (গ) শেষ হরফে যদি যের বা পেশ হয়, তবে হরকতের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ খুবই হালকা ও নরম স্বরে সেটি প্রকাশ করা। যাতে বুঝা যায় যে সেখানে কোন হরকতটি ছিল। যাকে ‘রওম’ বলে। যেমন- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۙ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۙ مِنْ اَخِيْهِ ۙ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۙ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ। আর যদি তানভীন হয়, তবে সেখানেও উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। কিন্তু তানভীন উচ্চারিত হবে না। যেমন- اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۙ।

শেষ অক্ষরে যদি ‘র’ বা ‘নূন’ হয়, তাহ’লে সেখানে ওয়াক্বফ করার সময় স্ব স্ব হরকতের দিকে ‘রওম’ হবে। যেমন- اِذَا يَسْرِ، تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ، مِنْ مُّدَّكِرٍ، نَسْتَعِيْنُ، بِمَجْنُوْنٍ، وَيُبْصِرُوْنَ -।

(২) শেষে ‘গোল তা’ (ة) থাকলে ওয়াক্বফ করার সময় সেটি ‘হা’ (ه) পড়বে। যেমন- حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۙ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۙ। (৩) তবে শেষে ‘লম্বা তা’ হ’লে তা বহাল থাকবে। যেমন سٰئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ، اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۙ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ। (৪) শেষে দুই যবর থাকলে এক যবরে পরিণত হয়। যেমন عَلِيْمًا، حَكِيْمًا، هَوًى، مَثْوًى । (৫) শেষে ‘হা’ খাড়া যের বা উল্টা পেশ থাকলে সেটি ‘হা’ সাকিনে পরিণত হয়। যেমন خَيْرًا يَّرَهٗ ۙ لِمَنْ خَشِيَ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۙ مِنْ بَعْدِهٖ ۙ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۙ رَبَّهٗ ۙ। (৬) ওয়াও মুশাদ্দাদ বা ইয়া মুশাদ্দাদ-এর উপরে ওয়াক্বফ হ’লে, তাশদীদকে বড় করে পড়তে হবে। যেমন- عَدُوٌّ، مِنْ نَّبِيٍّ তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন সেটি শ্রুতিকটু না হয়।

(৭) নিম্নের আয়াতগুলি মিলিয়ে পড়ার সময় দু’যবরে নূন উচ্চারিত হবে এবং থামলে আলিফ উচ্চারিত হবে।-

---

৫৩. যিয়াউল ক্বিরাআত (মউনাথভঞ্জন, ইউপি, ভারত, ১ম সংস্করণ : ১৩৪৩ হি./১৯২৫ খৃ.) ৫ পৃ.।

اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۘ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

বাক্বারাহ ১৪৫ ইউসুফ ৩২ 'আলাক্ব ১৫

(৬) ওয়াক্বফের চিহ্ন সমূহ (رُمُوْزُ الْوَقْفِ) :

পবিত্র কুরআনের ওয়াক্বফের স্থান সমূহে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ত্বয়ফূর সাজাওয়ান্দী গযনবী (মৃ. ৫৬০ হি.) কৃত চিহ্ন সমূহ প্রচলিত আছে। যা পাঁচ প্রকার : লাযেম, মুৎলাক্ব, জায়েয, মুজাউওয়ায ও মুরাখখাছ। অর্থাৎ আবশ্যিক বিরতি, সাধারণ বিরতি, বৈধ বিরতি, ঐচ্ছিক বিরতি ও প্রয়োজনে বিরতি। এগুলির চিহ্ন সমূহ যথাক্রমে : م ط ج ز ص এছাড়া রয়েছে আয়াত শেষের গোল চিহ্ন ۝ । ব্যাখ্যায় গিয়ে এগুলি সর্বমোট ২১টি চিহ্নে পরিণত হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

۝ م ط ج ز لا ٥ ص ∴ ق ك قف وقفه مع صل ﺻﻠﮯ ل قلا কিছু ওয়াক্বফের চিহ্ন কুরআনের পার্শ্বে লেখা থাকে। যেমন وقف غفران، وقف جبريل، وقف النبى صلعم ইত্যাদি। উপরোক্ত চিহ্ন সমূহের মধ্যে নিম্নের তিনটি চিহ্ন ব্যতীত অন্যগুলি সম্পর্কে ক্বিরাআত শাস্ত্রবিদগণ কোনটিতে ওয়াক্বফ না করা উচিৎ, করলে কোন ক্ষতি নেই, ওয়াক্বফ করা অপেক্ষা না করাই ভাল ইত্যাদি বলেছেন। নিম্নে ওয়াক্বফের প্রধান তিনটি চিহ্ন বর্ণিত হ'ল।-

(১) আয়াতের শেষে গোল চিহ্ন (۝)। এখানে থামাটাই নিয়ম এবং মুস্তাহাব। এ যুগে এসব স্থানে আরবীতে ড্যাশ চিহ্ন (-) দেওয়া হচ্ছে।

(২) ওয়াক্বফে লাযেম বা আবশ্যিক বিরতি। আয়াতের মাঝে শুধু م অথবা আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের উপর 'মীম' ۝ۘ থাকলে সেখানে ওয়াক্বফ করা একান্ত যরূরী। অন্যথায় প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ يُخٰدِعُوْنَ اللهَ (*বাক্বারাহ ২/৮-৯*), وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ (*দুখান ৪৪/৭*), لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ (*নূহ ৭১/৪*)।

(৩) ওয়াক্বফে মুৎলাক্ব বা সাধারণ বিরতি। আয়াতের মাঝে শুধু ط থাকলে সেখানে অবশ্যই থামা উচিত। নইলে মর্ম বিনষ্ট হ'তে পারে। যেমন- قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ (বাক্বারাহ ২১৯)। এখানে ওয়াক্বফে মুতলাক্বে না থেমে পরের শব্দ كَذٰلِكَ পাঠ করাটা ভুল। একইভাবে আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের উপর 'ত্বোয়া' ۝ط হ'ল ওয়াক্বফে মুৎলাক্বের আলামত। এখানে ওয়াক্বফ করা এবং পরের বাক্য থেকে শুরু করা আবশ্যক। নইলে মর্ম ভুল হ'তে পারে। যেমন وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ط اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى (*বাক্বারাহ ৪*) ; اَمِ السَّمَآءُ ط بَنٰهَا ۝ (*নাযে'আত ৭৯/২৭*) ; تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ (*মা'আরিজ ৭০/৪৪*)।

(৪) ওয়াক্বফে জায়েয-এর চিহ্ন হ'ল (ج)। যেখানে থামা বা না থামা দু'টিই জায়েয। যেমন يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ *(বাক্বারাহ ২/৪৯)*। এখানে الْعَذَابِ-এর পরে থামা না থামা দু'টিই জায়েয। اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا *(বাক্বারাহ ২/৩৯)*। আর যেসব স্থানে لا ۙ রয়েছে, সেখানে না থামাই উচিৎ।

(৭) সূরা বাক্বারাহ্র প্রথম ৮টি আয়াতে ওয়াক্বফের ১২টি চিহ্ন :

الٓمّٓ ۚ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ ﴿٨﴾

প্রশ্নমালা-৮

(১) ওয়াক্বফ অর্থ কি? উহা কত প্রকার ও কি কি?

(২) ওয়াক্বফ, সাকতা ও ক্বাৎ'আ কাকে বলে?

(৩) ওয়াক্বফ কয় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে এবং সেগুলি কি কি? প্রত্যেকটির অর্থ বল।

(৪) বাক্যের শেষ হরফ হরকতযুক্ত হ'লে কয়ভাবে ওয়াক্বফ করা যায় এবং সেগুলি কি কি? উদাহরণ সহ বল।

(৫) বাক্যের শেষ অক্ষরে যদি 'র' বা 'নূন' হয়, তাহ'লে ওয়াক্বফ করার সময় কিভাবে পড়বে? উদাহরণ সহ বল।

(৬) ওয়াক্বফের প্রধান চিহ্ন কয়টি ও কি কি?

(৭) পবিত্র কুরআনে কয়টি স্থানে সাকতা রয়েছে? সেগুলি কি কি? উদাহরণ সহ বল।

সবক-৯

আলিফ পাঠের নিয়ম সমূহ (اَلْاِبْتِدَاءُ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ وَ الْقَطْعِ) :

বাক্যের শুরুতে বা মধ্যে আলিফ দু'ভাবে পড়া যায়ঃ ওয়াছল ও ক্বাতা'। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আলিফ ওয়াছল সবদা পরবর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিতভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু আলিফ ক্বাতা' সর্বদা পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন- هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) আলিফ ওয়াছল : যা বাক্যের মধ্যে হ'লে ক্রিয়ার সাথে মিলিতভাবে পঠিত হয়।

যেমন- فَاقْعُدُوْا، اَوِاخْرُجُوْا، وَاذْكُرُوْا ক্বাতা' : যা সর্বাবস্থায় উচ্চারিত হয়। যেমন- وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ، وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ، وَاِذْ اَخَذْنَا। (২) আলিফ ওয়াছল বাক্যের শুরুতে হ'লে তা ক্বাতা'-র ন্যায় পঠিত হয়। এসময় তৃতীয় অক্ষর যেরযুক্ত বা যবরযুক্ত হ'লে আলিফ যেরযুক্ত হবে। যেমন- اِهْدِنَا، اِضْرِبْ، اِرْكَبْ، اِذْهَبْ পেশযুক্ত হ'লে আলিফ পেশযুক্ত হবে। যেমন- اُقْتُلُوْا، اُنْصُرُوْا। নিম্নের ক্রিয়াগুলির শুরুতেও আলিফ যেরযুক্ত হবে। যেমন- اِسْطَاعُوْا، اِسْتَطَاعُوْا، اِنْشَقَّتِ، اِثَّاقَلْتُمْ، اِدَّارَكُوْا، اِطَّيَّرْنَا। কারণ এগুলির এ'রাব পরিবর্তিত হয়। তবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এগুলির ভবিষৎ ক্রিয়াপদের তৃতীয় অক্ষর যেরযুক্ত অথবা যবরযুক্ত হবে। **(৩)** আলিফ মুতাকাল্লিম বা কর্তৃকারকের হ'লে তখন তিন অক্ষর বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার শুরুতে আলিফ যবরযুক্ত হবে। যেমন- اَدْعُوْٓا اِلَى اللهِ، اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ। আর চার অক্ষর বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার শুরুতে আলিফ পেশযুক্ত হবে। যেমন- اُفْرِغْ عَلَيْهِ، اُخْرُجْ مِنْهَا। **(৪)** আলিফ ওয়াছল-এর পূর্বে প্রশ্নবোধক আলিফ বা হামযাহ বসলে আলিফ ওয়াছল বিলুপ্ত হবে। কুরআনে এরূপ সাতটি স্থান রয়েছে। যেমন- قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ (বাক্বারাহ ২/৮০), اَطَّلَعَ الْغَيْبَ (মারিয়াম ১৯/৭৮), اَفْتَرٰى عَلَى اللهِ (সাবা ৩৪/৮), اَصْطَفَى الْبَنٰتِ (ছ-ফফা-ত ৩৭/১৫৩), اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا (ছ-দ ৩৮/৬৩), اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ (ছ-দ ৩৮/৭৫), اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ (মুনাফিকূন ৬৩/৬)। এখানে اَتَّخَذْتُمْ আসলে ছিল اَاِتَّخَذْتُمْ প্রথমে প্রশ্নবোধক হামযাহ আসায় পরের আলিফটি বিলুপ্ত হয়ে পূর্বের হামযাহর সাথে মিলিত হয়েছে। বাকীগুলিতে একইরূপ হয়েছে।

(৫) আলিফ ওয়াছল যখন প্রশ্নবোধক আলিফ এবং নির্দিষ্টবাচক লামের মাঝখানে বসবে, তখন আলিফ ওয়াছল মাদ্দযুক্ত আলিফে পরিণত হবে। কুরআনে এরূপ ছয়টি স্থান রয়েছে। যেমন- ءٰۤالذَّكَرَيْنِ (আন'আম ৬/১৪৩, ১৪৪), آٰلْئٰنَ (ইউনুস ১০/৫১, ৯১), آٰللهُ اَذِنَ لَكُمْ (ইউনুস ১০/৫৯), آٰللهُ خَيْرٌ (নমল ২৭/৫৯)।

آللّٰهُ আসলে ছিল أَاللّٰهُ হামযা ও লামের মাঝে আলিফ থাকায় সেটি বিলুপ্ত করে তার বদলে প্রথম আলিফের উপর آ দেওয়া হয়েছে। ءٓالذّٰكَرَيْنِ মূলে ছিল أَالذَّكَرَيْنِ হামযা ও লামের মধ্যবর্তী আলিফটি বিলুপ্ত করে তার বদলে প্রথম আলিফের উপর آ দেওয়া হয়েছে।

(৬) আলিফ ওয়াছল যখন বিশেষ্য পদ সমূহের শুরুতে বসে, তখন সেটি তিনভাবে উচ্চারিত হয়। (ক) মাছদারের শুরুতে বসলে আলিফ যেরযুক্তভাবে পঠিত হয়। যেমন- إِكْرَامٌ، إِخْرَاجٌ، إِنْطِلاَقٌ، إِسْتِغْفَارٌ (খ) নির্দিষ্টবাচক লামের প্রথমে বসলে যবরযুক্তভাবে পঠিত হয়। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْعٰلَمِيْنُ، اَلرَّحْمٰنُ، اَلرَّحِيْمُ (গ) সাতটি শব্দের শুরুতে এটি যেরযুক্তভাবে পঠিত হয়। যেমন-

(১) اِبْنٌ: اِبْنُ مَرْيَمَ- (২) اِبْنَةٌ: اِبْنَتَ عِمْرٰنَ- (৩) اِمْرُءٌ: اِمْرُؤٌ هَلَكَ- (৪) اِثْنَيْنِ: لَاتَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ- (৫) اِمْرَأَةٌ: اِمْرَاَتَ نُوْحٍ، اِمْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ- (৬) اِسْمٌ: اسْمُ رَبِّكَ، اسْمُهُ الْمَسِيْحُ- (৭) اِثْنَتَيْنِ: فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا- । *(ক্বাওয়ায়েদ ৯১-৯৩ পৃ.)*

প্রশ্নমালা-৯

(১) বাক্যের শুরুতে বা মধ্যে আলিফ বা হামযাহ কয়ভাবে পড়া যায় ও কি কি?

(২) اِرْكَبْ، اِضْرِبْ، وَاِذْ اَخَذْنَا، وَاذْكُرُوْا এগুলিতে কোন কোন আলিফ হয়েছে বল।

(৩) আলিফ মুতাকাল্লিম ও প্রশ্নবোধক আলিফ -এর ২টি করে উদাহরণ বল/লেখ।

(৪) আলিফ ওয়াছল কখন মাদ্দযুক্ত আলিফে পরিণত হয়? কুরআনে এরূপ কয়টি শব্দ আছে? বল/লেখ।

(৫) কোন সাতটি শব্দের শুরুতে আলিফ যেরযুক্তভাবে পঠিত হয়? বল/লেখ।

সবক-১০

(ক) হা কেনায়াহ (هَاءُالْكِنَايَةُ) :

'হা কেনায়াহ' বলতে একবচন পুংলিঙ্গের ঐ সর্বনামকে বুঝায়, যা বাক্যের মধ্যে তার কর্তা বা কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। যা সবসময় 'হা যমীর' হিসাবে বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের সাথে মিলিত থাকে। বাক্যের মাঝে 'হা যমীরে'র চারটি অবস্থা রয়েছে। (১) যখন তা দু'টি হরকত যুক্ত হরফের মাঝে বসে, তখন 'হা' পেশযুক্ত হ'লে দুই আলিফ টান হবে। যেমন- إِنَّهُ لَقَوْلٌ، إِنَّهُ هُوَ، إِنَّهُ كَانَ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ । আর যেরযুক্ত হ'লে দুই আলিফ টান হবে। যেমন- مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ، مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ। তবে أَرْجِهْ وَأَخَاهُ (সূরা আ'রাফ ৭/১১১; শো'আরা ২৬/৩৬) এবং فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ (নমল ২৭/২৮)-এর ক্ষেত্রে 'হা' সাকিন হবে। কিন্তু وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ (যুমার ৩৯/৭)-এর ক্ষেত্রে 'হা' যমীরে সাকিন না হ'লেও কোন টান হবে না। (২) যখন তা দু'টি সাকিন হরফের মাঝে বসে, তখন 'হা' যমীরে কোন টান হবে না। যেমন- تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ، إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ، وَاٰتٰىهُ اللهُ । (৩) যদি হরকতযুক্ত হরফের পরে এবং সাকিন হরফের পূর্বে বসে, তখন 'হা' যমীরে কোন টান হবে না। যেমন- لَهُ الْمُلْكُ، اسْمُهُ الْمَسِيْحُ (৪) যদি সাকিন হরফের পরে এবং হরকতযুক্ত হরফের পূর্বে বসে, তবে সেখানেও 'হা' যমীরে কোন টান হবে না। যেমন- فِيْهِ هُدًى، خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ। তবে একটি স্থান ব্যতীত। আর তা হ'ল يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا (ফুরক্বান ২৫/৬৯) এখানে 'হা' যমীর পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে পড়বে *(ক্বাওয়ায়েদ ৭৯-৮০ পৃ.)*।

(খ) হা সাক্ত (هَاءُالسَّكْتُ) :

নিম্নোক্ত ৭টি শব্দের শেষে হা সাকিন হয়ে থাকে। এখানে ওয়াক্বফ করা যরূরী। এই 'হা' গুলিকে হা সাক্ত (هَاءُالسَّكْت) বলা হয়।-

يَتَسَنَّهْ، اقْتَدِهْ، كِتَابِيَهْ، حِسَابِيَهْ، مَالِيَهْ، سُلْطَانِيَهْ، مَاهِيَهْ

যেমন- لَمْ يَتَسَنَّهْ (বাক্বারাহ ২/২৫৯); فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (আন'আম ৬/৯০); كِتَابِيَهْ (হাক্বক্বাহ ৬৯/১৯,২৫ দুই স্থানে); حِسَابِيَهْ (হাক্বক্বাহ ৬৯/২০,২৬ দুই স্থানে); مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ (হাক্বক্বাহ ৬৯/২৮); هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ (হাক্বক্বাহ ৬৯/২৯); وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (ক্বা-রে'আহ ১০১/১০)।

প্রশ্নমালা-১০

(১) 'হা কেনায়াহ' বলতে কি বুঝায়?

(২) বাক্যের মাঝে 'হা' যমীরের কয়টি অবস্থা রয়েছে?

(৩) اِنَّهٗ هُوَ، اِنَّهٗ كَانَ، مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ বাক্যগুলির মধ্যে 'হা' যমীরের কোন অবস্থা রয়েছে?

(৪) কোন কোন অবস্থায় 'হা' যমীরে কোন টান হবে না? উদাহারণ সহ বল/লেখ।

(৫) فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ، وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ، وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا বাক্যগুলির মধ্যে 'হা' যমীরের কোন কোন অবস্থা রয়েছে? বল/লেখ।

(৬) হা সাক্ত কয়টি শব্দ বল/লেখ।

বিবিধ (اَلْمُتَفَرِّقَاتُ)

(১) নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সমূহ

(ক) আলিফ যায়েদাহ :

কুরআনের অনেক শব্দে আলিফ যায়েদাহ বা অতিরিক্ত আলিফ রয়েছে। যা লিখিত হয়, কিন্তু পঠিত হয় না। এতে অর্থেরও কোন পরিবর্তন হয় না। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত হ'ল। অতিরিক্ত আলিফ-এর উপর গোল চিহ্ন দেওয়া হ'ল। যেমন-

اِنَّ ثَمُوْدَاْ হূদ ১১/৬৮	وَّلَاْ اَوْضَعُوْا তওবা ৯/৪৭	وَمَلَاْئِهٖ আ'রাফ ৭/১০৩	لَاْاِلَى اللّٰهِ আলে ইমরান ৩/১৫৮	اَفَاْئِنْ مَّاتَ আলে ইমরান ৩/১৪৪
لَاْ اَذْبَحَنَّهٗ নমল ২৭/২১	اَفَاْئِنْ مِّتَّ আম্বিয়া ২১/৩৪	لٰكِنَّاْ هُوَ اللّٰهُ কাহফ ১৮/৩৮	لَنْ نَّدْعُوَاْ কাহফ ১৮/১৪	لِتَتْلُوَاْ রা'দ ১৩/৩০
لَاْ اَنْتُمْ اَشَدُّ হাশর ৫৯/১৩	وَنَبْلُوَاْ মুহাম্মাদ ৪৭/৩১	وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ মুহাম্মাদ ৪৭/৪	لَاْاِلَى الْجَحِيْمِ ছাফফাত ৩৭/৬৮	لِيَرْبُوَاْ রূম ৩০/৩৯

(খ) নিয়ম বহির্ভূত লিখন পদ্ধতির শব্দসমূহ :

কুরআনের লিখন পদ্ধতিতে কিছু খেলাফে ক্বিয়াস বা নিয়ম বহির্ভূত শব্দ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ : (১) কোনটিতে বর্ণ এক ধরনের, উচ্চারণ আরেক ধরনের। যেমন, الصَّلٰوةَ، الزَّكٰوةَ، الرِّبٰوا এই শব্দগুলিতে و উচ্চারিত হয়না। (২) কোনটিতে অতিরিক্ত বর্ণ আছে, কিন্তু উচ্চারিত হয় না।- نَبَاِى (আন'আম ৬/৩৪), لِشَاْئٍ (কাহফ ১৮/২৩)। (৩) কোনটিতে প্রয়োজন থাকলেও বর্ণ নেই।- جَآءُوْ (আলে ইমরান ৩/১৮৪, মোট ৬ স্থানে), سَعَوْ (সাবা ৩৪/৫, মোট ২ স্থানে), اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ (শো'আরা ২৬/১৭৬,এক স্থানে)। প্রথম দু'টির শেষে এবং দ্বিতীয়টির শেষ শব্দের পূর্বে (ا) প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নেই। (৪) কোনটিতে হরফের শশা নেই। কিন্তু দাগের উপর হরফ আছে।- بَرِيْٓـًٔا (নিসা ৪/১১২), نُــجِى (আম্বিয়া ২১/৮৮), فَمَالِـئُوْنَ (ছাফফাত ৩৭/৬৬)। (৫) কোনটিতে ইয়া বর্ণের কেবল শশা আছে, নুকতা নেই এবং তার উচ্চারণও নেই। যেমন- التَّوْرٰىةَ (আলে ইমরান ৩/৩), مَوْلٰـكُمْ (আলে ইমরান ৩/১৫০), نَاذٰنَا (ছাফফাত ৩৭/৭৫), فَتَرٰىهُ (যুমার ৩৯/২১) وَمَآ اَدْرٰىكَ (ক্বা-রি'আহ ১০১/১০)। (৬) কোথাও ইয়া মা'রূফ ও মাজহূল দু'টিই একই স্থানে পূর্ণভাবে আছে।- لِنُحْيِىَ بِهٖ (ফুরক্বান ২৫/৪৯), يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى (ক্বিয়ামাহ ৭৫/৪০)। (৭) কোথাও আলিফ বিলুপ্ত করে হা পড়া হয়। যেমন- اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ (নূর ২৪/৩১); يَاَيُّهَ السَّاحِرُ (যুখরুফ ৪৩/৪৯); اَيُّهَ الثَّقَلَانِ (রহমান ৫৫/৩১)। (৮) কোথাও সর্বনামে যের হওয়ার স্থলে পেশ হয়েছে। যেমন عَلَيْهُ اللهَ (ফাৎহ ৪৮/১০), وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ (কাহফ ১৮/৬৩)। (৯) কোথাও ইয়া মা'রূফ-এর স্থলে ইয়া মাজহূল আছে।- اٰتٰنِىَ (নমল ২৭/৩৬)। (১০) কোথাও হা খাড়া যের পঠিত হয়। যেমন-⑩ فِيْهٖ مُهَانًا (ফুরক্বান ২৫/৬৯)। (১১) কোথাও হা সাকিন পঠিত হয়। যেমন- اَرْجِهْ (আ'রাফ ৭/১১১); فَاَلْقِهْ (নমল ২৭/২৮)। (১২) কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম করে হা যের বা পেশ হয়। যেমন- يَتَّقْهِ (নূর ২৪/৫২); يَرْضَهُ لَكُمْ (যুমার ৩৯/৭)।

(১৩) কোথাও গোল তা এর পরিবর্তে লম্বা তা লেখা হয়। যেমন নিম্নোক্ত ১৩টি শব্দ পবিত্র কুরআনের ৪৪ জায়গায় এসেছে। سُنَّتَ، لَعْنَتَ، كَلِمَتُ، وَمَعْصِيَتِ، بَقِيَّتُ، جَنَّتُ، شَجَرَتَ، قُرَّتُ، فِطْرَتَ، ابْنَتَ، رَحْمَتَ، نِعْمَتَ، امْرَأَتُ।

(১) فِطْرَتَ اللَّه (রূম ৩০/৩০, এক স্থানে)। (২) قُرَّتُ عَيْنٍ لِي (ক্বাছাছ ২৮/৯, এক স্থানে)। (৩) شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (দুখান ৪৪/৪৩, এক স্থানে)। (৪) جَنَّتُ نَعِيمٍ (ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৯, এক স্থানে)। (৫) بَقِيَّتُ اللَّهِ (হূদ ১১/৮৬, এক স্থানে)। (৬) وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ (মুজাদালাহ ৫৮/৮,৯, দুই স্থানে)। (৭) كَلِمَتُ رَبِّكَ (আন'আম ৬/১১৫, ৫ স্থানে)। (৮) لَعْنَتَ اللَّهِ (আলে ইমরান ৩/৬১, দুই স্থানে)। (৯) سُنَّتَ اللَّهِ (আনফাল ৮/৩৮, ৫ স্থানে)। (১০) امْرَأَتُ عِمْرَانَ (আলে ইমরান ৩/৩৫, ৬ স্থানে)। (১১) نِعْمَتَ اللَّهِ (আলে ইমরান ৩/২৩১, ১১ স্থানে)। (১২) رَحْمَتَ اللَّهِ (বাক্বারাহ ২/২১৮, ৭ স্থানে)। (১৩) ابْنَتَ عِمْرَانَ (তাহরীম ৬৬/১২, এক স্থানে)।

(গ) হরফের বদলে হরকত দিয়ে লেখা :

যেমন- السَّمٰوٰتِ، فَأَنْجَيْنٰكُمْ، سُبْحٰنَهُ، بِكَلِمٰتِهِ، اِسْمٰعِيْلَ، اِسْحٰقَ

(ঘ) ছ-দ এর স্থলে সীন :

কুরআনের চারটি স্থান রয়েছে, যেখানে 'ছ-দ' (ص) ও 'সীন' (س) দিয়ে লেখা হয়েছে, কিন্তু সেখানে 'সীন' ও 'ছ-দ' পড়া যায়। যেমন- ১. يَبْصُۜطُ *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। ২. بَصْۜطَةً *(বাক্বারাহ ২/২৪৭)*। ৩. الْمُصَۜيْطِرُوْنَ *(তূর ৫২/৩৭)*। ৪. بِمُصَۜيْطِرٍ *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*।

২. হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত (الْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ) অর্থ কুরআনের খণ্ডিত বর্ণ সমূহ। যা ১৪টি :

ا ل م ر ك هـ ي ع ص ط س ح ق ن । যা আরবী বর্ণমালার অর্ধেক। এই হরফগুলি পবিত্র কুরআনের ২৯টি সূরার শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। যার প্রথমটি হ'ল আলিফ লাম মীম (الٓمٓ) ও শেষেরটি হ'ল নূন (نٓ)।[৫৪]

আরবরা পূর্ণ শব্দের বদলে খণ্ডবর্ণের সাহায্যে ইঙ্গিতে কথা বলত। যা সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবল বুঝতে পারত। কিন্তু তাতে বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেই উক্ত খণ্ডবর্ণের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে কুরআনে বর্ণিত খণ্ডবর্ণসমূহ সূরার শুরুতে হওয়ায় পূর্বাপর সম্পর্ক বুঝার কোন উপায় নেই। ফলে পাণ্ডিত্যের অহংকারে স্ফীত আরব নেতাদের মুখ বন্ধ করার জন্যই সম্ভবতঃ মহান

---

৫৪. যেগুলি একত্রিত করলে বাক্য দাঁড়ায়, نَصٌّ حَكِيمٌ قَاطِعٌ لَهُ سِرٌّ 'প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অকাট্য বর্ণনা, যার গোপন তাৎপর্য রয়েছে' *(ইবনু কাছীর)*। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত 'তাফসীরুল কুরআন' সূরা বাক্বারাহ ১ম আয়াতের তাফসীর।

আল্লাহ এ কৌশল অবলম্বন করেন। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। এগুলি একত্রে এক জায়গায় না এনে বিভিন্ন স্থানে বারবার আনা হয়েছে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে যোরদার করার জন্য।[৫৫]

খণ্ডবর্ণগুলির মধ্যে কৃলকৃলা, পোর ও বারীক সব ধরনের হরফ থাকায় এগুলি মাশ্‌ক্ব করলে পবিত্র কুরআনের যেকোন হরফ সহজে পড়তে পারা যায়। আলিফ ব্যতীত বাকী ১৩টি হরফের উপরে এক আলিফ ও চার আলিফের মাদ্দ রয়েছে। তিন আলিফের মাদ্দ নেই। নিম্নে খণ্ডিত বর্ণগুলি কুরআনে বর্ণিত ক্রম অনুসারে উদ্ধৃত হ'ল।-

كٓهٰيٰعٓصٓ كَافْ هَا يَا عَيْنْ صَادْ	الٓمٓرٰ اَلِفْ لَامْ مِيْمْ رَا	الٓرٰ اَلِفْ لَامْ رَا	الٓمٓصٓ اَلِفْ لَامْ مِيْمْ صَادْ	الٓمٓ اَلِفْ لَامْ مِيْمْ
صٓ صَادْ	يٰسٓ يَاسِيْنْ	طٰسٓ طَاسِيْنْ	طٰسٓمٓ طَاسِيْنْ مِيْمْ	طٰهٰ طَاهَا
	نٓ نُوْنْ	قٓ قَافْ	عٓسٓقٓ عَيْنْ سِيْنْ قَافْ	حٰمٓ حَا مِيْمْ

এগুলির মধ্যে (১) الٓمٓ ৬টি সূরার প্রথমে এসেছে। যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ, আলে ইমরান, আনকাবূত, রূম, লোক্বমান ও সাজদাহ। (২) الٓمٓصٓ সূরা আ'রাফের প্রথমে। (৩) الٓرٰ ৫টি সূরার প্রথমে। যথাক্রমে ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, ইবরাহীম ও হিজ্‌র। (৪) الٓمٓرٰ সূরা রা'দের প্রথমে। (৫) كٓهٰيٰعٓصٓ সূরা মারিয়ামের প্রথমে। (৬) طٰهٰ সূরা ত্বোয়াহা-র প্রথমে। (৭) طٰسٓمٓ ৩টি সূরার প্রথমে। যথাক্রমে শো'আরা, ক্বাছাছ ও দুখান। (৮) طٰسٓ সূরা নমলের প্রথমে। (৯) يٰسٓ ও (১০) صٓ স্ব স্ব সূরার প্রথমে। (১১) حٰمٓ ৫টি সূরার প্রথমে। যথাক্রমে মুমিন, হা-মীম, যুখরুফ, জাছিয়াহ ও আহক্বাফ। (১২) حٰمٓ عٓسٓقٓ সূরা শূরা-র প্রথমে। (১৩) قٓ সূরা ক্বাফ-এর প্রথমে এবং (১৪) نٓ সূরা ক্বলম-এর প্রথমে।

---

৫৫. এতদ্ব্যতীত কুরআনের অনুরূপ কুরআন বা তার কোন একটি সূরার ন্যায় কোন সূরা তৈরী করে নিয়ে আসার জন্য অবিশ্বাসীদের প্রতি মোট ৬ বার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। মক্কায় ৫ বার। যেমন- সূরা ইসরা/বনু ইসরাঈল ১৭/৮৮ (অনুরূপ কুরআন) ; ক্বাছাছ ২৮/৪৯ (অনুরূপ কিতাব); তূর ৫২/৩৪ (অনুরূপ বাণী); সূরা ইউনুস ১০/৩৮ (অনুরূপ ১টি সূরা); হূদ ১১/১৩ (অনুরূপ ১০টি সূরা)। আর মদীনায় ১ বার সূরা বাক্বারাহ ২/২৩ (অনুরূপ ১টি সূরা)।

৩. সাতটি আলিফ (اَلْأَلِـفَاتُ السَّبْعُ)-এর হুকুম :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উক্ত সাতটি আলিফ হ'ল,

أَنَا، لَكِنَّا، الظُّنُونَا، الرَّسُولاَ، السَّبِيلاَ، سَلَسِلاْ، قَوَارِيرَا-

হুকুম : পরবর্তী আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এই আলিফগুলি উচ্চারিত হবে না। কিন্তু ওয়াক্বফ করলে আলিফ উচ্চারিত হবে এবং টেনে পড়তে হবে।

উদাহরণ সমূহ :

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ (শো'আরা ১১৫), لٰكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّيْ (কাহফ ৩৮), وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا (আহযাব ১০), وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا (আহযাব ৬৬), فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا (আহযাব ৬৭), اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا (দাহ্‌র ৪), وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا (দাহ্‌র ১৫)।

তবে সূরা দাহ্‌রে سَلٰسِلَا ও قَوَارِيْرَا তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া দু'ভাবেই পড়েছেন বিখ্যাত ক্বারীগণ।[৫৬] অতএব দু'টিই জায়েয আছে।

৪. যমীরে 'আনা' (اَنَا) পড়ার নিয়ম :

যমীরে اَنَا -এর পর হামযা এলে সেটি পেশ, যবর বা যেরযুক্ত হৌক, আলিফ বিলুপ্ত হবে ও পরের হরফের সাথে মিলিয়ে اَنَ পড়বে। তবে اَنَا-এর পর থামলে এক আলিফ টানবে।[৫৭]

وَلَا اَنَا عَابِدٌ	اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ	اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ	اَنَا اُحْيِ
কাফিরূন ৪	ছোয়াদ ৭৬	আ'রাফ ১৮৮	আন'আম ১৬৩	বাক্বারাহ ১৫৮
وَلَا اَنَ عَابِدٌ	اَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ	اِنْ اَنَ اِلَّا نَذِيْرٌ	اَنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ	اَنَ اُحْيِ

৫. আরবী হরফে সংখ্যা গণনা : বর্ণ সমূহের প্রত্যেকটির একটি পৃথক মান আছে। যাকে সন, তারিখ ইত্যাদি লিখবার কাজে ব্যাবহার করা হয়। এশিয়া ও আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্ব স্ব বর্ণমালা অনুযায়ী সংখ্যা গণনার নিয়ম প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। কুরআন নাযিলের সময়েও আরব দেশে উক্ত নিয়ম চালু ছিল। আরবী বর্ণগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে সংক্ষেপে উচ্চারণ করা হয়। যাকে 'আবজাদী' নিয়ম (اَلْأَبْجَدِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ) বলা হয়। যা নিম্নরূপ।-

---

৫৬. কুরতুবী, তাফসীর সূরা দাহ্‌র ৪ আয়াত।
৫৭. ক্বাওয়ায়েদুত তাজবীদ পৃঃ ১০০।

كَلِمَنْ	حُطِّيْ	هَوَّزْ	أَبْجَدْ
٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠	١٠ ٩ ٨	٧ ٦ ٥	٤ ٣ ٢ ١
ضَظَّغْ	ثَخَّذْ	قَرْشَتْ	سَعْفَصْ
١٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠	٧٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠	٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠	٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠

উল্লেখ্য যে, বর্ণ গণনার সংখ্যা দ্বারা ভাষা তৈরী হয় না। তাই আরবী বর্ণের সংখ্যা দ্বারা বাক্য তৈরী হবে না। যেমন *বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম*-এর ১৯টি বর্ণে মোট সংখ্যা গণনা হয় ৭৮৬। কিন্তু বিসমিল্লাহ না বলে কেবল ৭৮৬ বলায় বা লেখায় কোন নেকী পাওয়া যাবে না। বরং গোনাহ হবে। কারণ এটি আল্লাহ্‌র কালাম নয় এবং এরূপ বলার বা লেখার কোন বিধান শরী'আতে নেই।

৬. সিজদার আয়াত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত সমূহ ১৫টি।[৫৮] যা নিম্নরূপ :[৫৯]

আ'রাফ ৭/২০৬, রা'দ ১৩/১৫, নাহ্‌ল ১৬/৫০, ইস্‌রা/বনু ইস্রাঈল ১৭/১০৯, মারিয়াম ১৯/৫৮, হজ্জ ২২/১৮, ৭৭, ২৫/ফুরক্বান ৬০, নমল ২৭/২৬, সাজদাহ ৩২/১৫, ছ-দ ৩৮/২৪, ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৮, নাজম ৫৩/৬২, ইনশিক্বাক্ব ৮৪/২১, 'আলাক্ব ৯৬/১৯।

প্রশ্নমালা-১১

(১) আলিফ যায়েদাহ বলতে কি বুঝায়? ২টি উদাহরণসহ বল/লেখ।

(২) হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আত কয়টি ও কি কি? এগুলি কয়টি সূরার শুরুতে বসেছে। প্রথম ও শেষেরটি বল।

(৩) কুরআনে বর্ণিত ৭টি আলিফের হুকুম বর্ণনা কর?

(৪) যমীরে 'আনা' (أَنَا) পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ বর্ণনা কর?

(৫) ৭৮৬ সংখ্যা দ্বারা কি বুঝানো হয়? এটি পড়ায় বা লেখায় কোন নেকী পাওয়া যাবে কি?

(৬) পবিত্র কুরআনে সিজদার আয়াত সমূহ কয়টি ও কি কি?

---

৫৮. দারাকুৎনী হা/১৫০৭ সনদ হাসান; আহমাদ হা/১৭৪৪৮ হাদীছ হাসান; হাকেম ২/৩৯০-৯১ হা/৩৪৭১, ছহীহ; 'তাফসীর সূরা হজ্জ'; মির'আত ৩/৪৪০-৪৩; শাওকানী, নায়ল ৩/৩৮৬-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ২৭০ পৃ.। এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা প্রকাশিত নূরানী হাফেজী কোরআন শরীফে সূরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত বরাবর পৃষ্ঠার ডান পাশে আরবীতে السجدة عند الشافعي رحـ লেখা হয়েছে। যার অর্থ ইমাম শাফেঈ-র নিকট সিজদা। অথচ এটি ছহীহ হাদীছে রয়েছে। আশা করি প্রিয় পাঠক ও শ্রোতা এখানে সিজদা করার সুন্নাতী বিধান মেনে চলবেন।

৫৯. সাইয়েদ সাবেক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো: ৫ম সংস্করণ ১৪১২হি./১৯৯২খৃ.) ১/১৬৫-৬৬ পৃঃ।

সবক-১২

কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব ও জ্ঞাতব্য:

কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব এবং সূরা তওবা ব্যতীত প্রতি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। এতে আগ-পিছ করার অধিকার কারো নেই। পরবর্তীতে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান (৬৫-৮৬ হি./৬৮৫-৭০৫ খৃ.) -এর নির্দেশে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৯ হি./৬৯৪-৭১৪ খৃ.) কুরআনে হরকত ও নুকতা সমূহ সংযোজনের ব্যবস্থা করেন। যা মূলতঃ অনারব মুসলমানদের কুরআন পাঠ সহজ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনে নাযিল হওয়া সূরা গুলিকে 'মাক্কী সূরা' এবং মাদানী জীবনে নাযিল হওয়া সূরাগুলিকে 'মাদানী সূরা' বলা হয়। প্রসিদ্ধ মতে মাক্কী সূরা ৮৬টি এবং মাদানী সূরা ২৮টি। মোট সূরা সংখ্যা ১১৪। মাক্কী সূরাগুলিতে আক্বীদা, আখেরাত ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা বেশী। মাদানী সূরাগুলিতে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবনের বিধানসমূহ এবং অতীত ইতিহাস ও উপদেশ সমূহ অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হ'ল সূরা ফাতেহা। প্রথম নাযিল হয় সূরা 'আলাক্বের প্রথম ৫টি আয়াত এবং শেষে নাযিল হয় সূরা বাক্বারাহ্র ২৮১ আয়াত।

বিশ্বস্ত গণনা মতে কুরআনের আয়াত সমূহের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৬২২৬টি। শব্দ সমূহের সংখ্যা ৭৭,৪৩৯টি। বর্ণ সমূহের সংখ্যা ৩,৪০,৭৪০টি। কুরআনের প্রথম সিকি অংশ শেষ হয়েছে সূরা আন'আমের শেষে। দ্বিতীয় সিকি শেষ হয়েছে সূরা কাহফের ১৯ আয়াতাংশে (وَلْيَتَلَطَّفْ), তৃতীয় সিকি শেষ হয়েছে সূরা যুমারের শেষে এবং চতুর্থ সিকি শেষ হয়েছে সূরা নাস-এ (কুরতুবী)। পরবর্তীকালে কুরআনকে ৭টি মনযিল, ৩০টি পারা, ৫৪০টি রুকুতে ভাগ করা হয়েছে। ৭টি মনযিল হ'ল যথাক্রমে (১) সূরা ফাতিহা হ'তে সূরা নিসা। (২) সূরা মায়েদাহ হ'তে সূরা তওবা। (৩) সূরা ইউনুস হ'তে সূরা নাহল। (৪) সূরা বনু ইসরাঈল হ'তে সূরা ফুরক্বান। (৫) সূরা শু'আরা হ'তে সূরা ইয়াসীন। (৬) সূরা ছ-ফফা-ত হ'তে সূরা হুজুরাত। (৭) সূরা ক্ব-ফ হ'তে সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

কুরআন খতম বা পাঠ শেষে ছদাক্বাল্ল-হুল 'আযীম বা অনুরূপ বিশেষ কোন দো'আ পাঠের বিধান শরী'আতে নেই এবং দো'আ পাঠ শেষে সেগুলির ছওয়াব রাসূল (ছাঃ)-এর রূহের উপর বখশে দেওয়ার রীতি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। অবশ্য কুরআন পাঠ সহ লেখাপড়ার অনষ্ঠান শেষে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পড়া যেতে পারে।

প্রশ্নমালা-১২

(১) কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের তারতীব কার পক্ষ হ'তে নির্ধারিত?
(২) মাক্কী ও মাদানী সূরা বলতে কি বুঝ? এগুলির সংখ্যা কত?
(৩) কুরআনের সূরা, পারা, আয়াত, শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা কত?
(৪) কুরআনে ৪টি অংশ কোন কোন সূরার শেষে সমাপ্ত হয়েছে? বল/লেখ।
(৫) কুরআনের অর্ধাংশ কোন সূরার কোন আয়াতাংশে শেষ হয়েছে? বল/লেখ।

আমপারা অংশ (جزء عمّ)

১. সূরা হুমাযাহ (নিন্দাকারী) সূরা-১০৪, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ﴿٤﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ﴿٥﴾ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿٨﴾ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

উচ্চারণ : *(১) ওয়ায়লুল লেকুল্লে হুমাঝাতিল লুমাঝাহ (২) আল্লাযী জামা‘আ মা-লাওঁ ওয়া ‘আদ্দাদাহ (৩) ইয়াহ্সাবু আন্না মা-লাহূ আখলাদাহ (৪) কাল্লা লাইয়ুম্বাযান্না ফিল হুত্বমাহ (৫) ওয়া মা আদর-কা মাল হুত্বামাহ্? (৬) না-রুল্লা-হিল মূক্বাদাহ (৭) আল্লাতী তাত্ত্বলি‘উ ‘আলাল আফ্ইদাহ (৮) ইন্নাহা ‘আলাইহিম মু’ছদাহ (৯) ফী ‘আমাদিম মুমাদ্দাদাহ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য (২) যারা সম্পদ জমা করে ও গণনা করে (৩) সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে (৪) কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারী হুত্বামাহ্র মধ্যে (৫) তুমি কি জানো ‘হুত্বামাহ’ কি? (৬) এটা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত অগ্নি (৭) যা কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (৮) এটা তাদের উপর বেষ্টিত থাকবে (৯) দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে।

প্রশ্ন : সূরা হুমাযাহ-এর মধ্যে ২টি ইদগামে বেগুন্নাহ, ২টি ইদগামে বাগুন্নাহ, ৩টি ওয়াজিব গুন্নাহ, ২টি সাধারণ গুন্নাহ -এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

২. সূরা ফীল (হাতি) সূরা-১০৫, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ﴿٢﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ : *(১) আলাম তারা কায়ফা ফা‘আলা রব্বুকা বে আছহা-বিল ফীল (২) আলাম ইয়াজ্‘আল কায়দাহুম ফী তাযলীল? (৩) ওয়া আরসালা ‘আলাইহিম ত্বয়রণ আবা-বীল (৪) তারমীহিম বি হিজা-রতিম মিন সিজ্জীল (৫) ফাজা‘আলাহুম কা‘আছফিম মা’কূল।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রতিপালক হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৪) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর (৫) অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।

প্রশ্ন : সূরা ফীল-এর মধ্যে ৫টি ইযহার, ২টি ইখফা, ও ২টি ইদগামে বাগুন্নাহ-এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

৩. সূরা কুরায়েশ (কুরায়েশ বংশ) সূরা-১০৬, মাক্কী:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ : *(১) লেঈলা-ফে কুরায়েশ (২) ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতা-ই ওয়াছ ছয়েফ (৩) ফাল ইয়া'বুদূ রব্বা হা-যাল বায়েত (৪) আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন জূ'; ওয়া আ-মানাহুম মিন খওফ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) কুরায়েশদের আসক্তির কারণে (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের প্রতি (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন।

[শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফরের উপরেই কুরায়েশদের জীবিকা নির্ভর করত। বায়তুল্লাহ্‌র খাদেম হওয়ার সুবাদে সারা আরবে তারা সম্মানিত ছিল। সেকারণ তাদের কাফেলা লুট হতোনা এবং তারা সর্বদা নিরাপদ থাকত।]

প্রশ্ন : সূরা কুরায়েশ-এর মধ্যে ২টি সাধারণ গুন্নাহ, ১টি ইখফা, ১টি ইযহার -এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

১. সূরা মা-'উন (নিত্য ব্যবহার্য বস্তু) সূরা-১০৭, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণ : *(১) আর-আয়তাল্লাযী ইয়ুকায্যিবু বিদ্দীন? (২) ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু‘‘উল ইয়াতীম (৩) ওয়া লা ইয়াহুয্যু ‘আলা ত্ব‘আ-মিল মিসকীন (৪) ফাওয়ায়লুল লিল মুছল্লীন (৫) আল্লাযীনা হুম ‘আন ছলা-তিহিম সা-হূন (৬) আল্লাযীনা হুম ইয়ুর-উন (৭) ওয়া ইয়ামনা‘উনাল মা-‘উন।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে হ’ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না (৪) অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য (৫) যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য সেটা করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।

প্রশ্ন : সূরা মা-‘উন-এর মধ্যে ১টি ইদগামে বেগুন্নাহ, ৪টি ইযহার ও ১টি ইখফা-এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

৫. সূরা কাওছার (জান্নাতী নদীর নাম যা ‘হাউয কাওছার’ বলে খ্যাত) সূরা-১০৮, মাদানী :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۟

উচ্চারণ : *(১) ইন্না আ‘ত্বয়না-কাল কাওছার (২) ফাছল্লে লে রব্বিকা ওয়ান্‌হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আব্‌তার।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে ‘কাওছার’ দান করেছি (২) অতএব তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর ও কুরবানী কর (৩) নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ।

প্রশ্ন : (ক) সূরা কাওছার-এর মধ্যে ২টি ওয়াজিব গুন্নাহ ও ১টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ। **(খ)** لِرَبِّكَ ও وَانْحَرْ শব্দে ‘র’ সাকিন পোর না বারীক হয়েছে বল।

৬. সূরা নছর (সাহায্য) সূরা-১১০, মাদানী :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۟ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۟

উচ্চারণ : *(১) ইযা জা-আ নাছরুল্লা-হি ওয়াল ফাৎহ (২) ওয়া রআয়তান্না-সা ইয়াদখুলূনা ফী দী-নিল্লা-হি আফওয়া-জা (৩) ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির্‌হ; ইন্নাহূ কা-না তাউওয়া-বা।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) যখন এসে গেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও (মক্কা) বিজয় (২) আর তুমি মানুষকে দেখছ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে (৩) তখন তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী।

প্রশ্ন : (ক) সূরা নছর-এর মধ্যে ২টি ওয়াজিব গুন্নাহ্ ও ১টি ইযহার-এর শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ। **(খ)** وَاسْتَغْفِرْهُ ط শব্দে 'র' সাকিন পোর না বারীক হয়েছে বল।

৭. সূরা লাহাব (অগ্নি স্ফুলিঙ্গ) সূরা-**১১১**, মাক্কী :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

উচ্চারণ : *(১) তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা (২) মা আগ্‌না 'আন্‌হু মা-লুহূ ওয়া মা কাসাব (৩) সাইয়াছলা না-রাণ যা-তা লাহাবিউঁ (৪) ওয়ামরাআতুহ; হাম্মা-লাতাল হাত্বব (৫) ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।*

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

অনুবাদ : (১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে (২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে (৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী (৫) তার গলদেশে খর্জুর পত্রের পাকানো রশি।

[আবু লাহাব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা ও নিকটতম শত্রু প্রতিবেশী। তার স্ত্রী ছিলেন কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামীল।]

প্রশ্ন : সূরা লাহাব-এর মধ্যে ৪টি ইদগামে বাগুন্নাহ্, ১টি ইখফা ও ১টি ইযহারের শব্দ রয়েছে। সেগুলি কি কি বল/লেখ।

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ

الأدعية الضرورية في اليوم و الليلة

(১) পরস্পরে সাক্ষাতে বলবে, *'আসসালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ'* ('আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক')। জওয়াবে বলবে, *'ওয়া 'আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ'* ('আপনার উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক')। পরস্পরে ডান হাত মিলিয়ে মুছাফাহা করবে। অমুসলিমকে বলবে, 'আদাব'। তাদের সম্ভাষণের জওয়াবে বলবে, ওয়া 'আলায়কা।[৬০] **(২)** খানাপিনা সহ সকল শুভ কাজের শুরুতে বলবে, *'বিসমিল্লা-হ'* (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি)। শেষে বলবে, *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য)। **(৩)** বিস্ময়ে বলবে *'সুবহানাল্লাহ'*; খুশীতে বলবে *'আলহামদুলিল্লা-হ';* দুঃখের সময় বলবে, *'ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন'* (আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী)। **(৪)** হাঁচি দিলে বলবে, *'আলহামদুলিল্লা-হ'* (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। হাঁচির জবাবে বলবে, *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন)। হাঁচির জবাব শুনে বলবে, *'ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম'* (আল্লাহ আপনাকে হেদায়াত করুন এবং আপনার অবস্থা সংশোধন করুন)। **(৫)** ঘর হ'তে বের হওয়ার সময় বলবে, *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* ('আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত') (আবুদাঊদ হা/৫০৯৫)। গৃহে প্রবেশকালে বলবে, *'বিসমিল্লাহ'।* অতঃপর *আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ*। **(৬)** ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলবে, *'বিসমিকাল্ল-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া'* (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। অর্থাৎ তোমার নামে আমি ঘুমাচ্ছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব) (বুখারী হা/৬৩২৪)। ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর'* (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান) (বুখারী হা/৬৩১৪)।

(৭) সংকট কালে বলবে, *ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছ* (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্ব চরাচরের ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (তিরমিযী হা/৩৫২৪)।

ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় ও যেকোন বিপদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে অন্য সবকিছু থেকে' *(আবুদাঊদ হা/১৪৬৩, ৫০৮২)*।

---

৬০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১২৯, ২৬৭-৩০১।

(৮) ফজরের ছালাত শেষে বলবে, *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আ, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালা, ওয়া রিঝক্বান তুইয়েবা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী ইলম, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি) (ইবনু মাজাহ হা/৯২৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' (নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' (বুখারী হা/২৩১১)।

(৯) ফজর ও মাগরিবের পর পঠিতব্য দো'আ :

(ক) *'বিস্মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি অলা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না' (তিরিমিযী হা/৩৩৮৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না'(আবুদাঊদ হা/৫০৮৮)।

(খ) *'সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহামদিহী'* পড়বে ('মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান')।

যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার করে উক্ত দো'আ পড়বে, তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়' (বুখারী হা/৬৪০৫)।

(১০) তওবার দো'আ : *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'* ('আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা) করছি')। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন...' (আবুদাঊদ হা/১৫১৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা পাঠ করতেন' (মুসলিম হা/২৭০২)।

উপদেশমালা

১. আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর বিধান মেনে চল।
২. বড়কে সম্মান কর, ছোটকে স্নেহ কর।
৩. সকল মুমিন ভাই ভাই, হিংসা-বিদ্বেষ করতে নেই।
৪. কথা ও কাজে মিল রাখ, আল্লাহ্র কৈফিয়তকে ভয় কর।
৫. মানুষকে সাহায্য কর আল্লাহ্র সাহায্য নিশ্চিত কর।
৬. বিনয় মানুষকে উঁচু করে, অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে।
৭. চুরি করা মহাপাপ, ভুলো না কভু সোনার চাঁদ।
৮. কুরআন-হাদীছ শিখে যে, আল্লাহকে চিনে সে।
৯. দুনিয়া হ'ল মুসাফিরখানা, আখেরাত মোদের শেষ ঠিকানা।
১০. আখেরাতের লক্ষ্যে দুনিয়া কর, সুখী জীবন যাপন কর।

স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ

১. স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল, এটি কখনো করো না ভুল।
২. দৈনিক সকালে ছালাত শেষে ব্যায়াম কর রাস্তা হেঁটে।
৩. ঘাম ঝরিয়ে এসে গোসল কর, এবার তুমি পড়তে বস।
৪. কুরআন দিয়ে পাঠ শুরু, দিনটি তোমার হবে মধুর।
৫. দৈনিক কিছু তিতা খাও, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দাও।
৬. পাল্লা করে খেয়ো না, নিজের ক্ষতি করো না।
৭. ভাল বই পড়বে সোনা, বাজে বই পড়তে মানা।
৮. জ্ঞানার্জন লক্ষ্য হবে, মাল অর্জন নয়।
৯. তবেই তুমি জ্ঞানী হবে, ফেরেশতা তোমার সাথী হবে।
১০. সকালে ঘুমাও সকালে উঠ, স্বাস্থ্য তোমার থাকবে সুঠাম।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-